CMYK

শুভ
অক্ষয় তৃতীয়া
২৫ এপ্রিল থেকে ৫ মে
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 5 May 2022 ■ আগরতলা ৫ মে, ২০২২ ইং ■ ২০ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জ্বরে আক্রান্ত দুই শিশুর মৃত্যু, ভাঙচুর মানিকপুর হাসপাতালে, জনতার মারে গুরুতর চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। জ্বরে আক্রান্ত দুই শিশুর মৃত্যুতে উত্তেজিত জনতার হাতে আক্রান্ত হয়েছেন চিকিৎসক। তাঁর মাথায় প্রচন্ড আঘাত লেগেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর শরীরের নানা জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। উত্তেজিত জনতা হাসপাতালও ভাংচুর করেছে। তাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ধলাই জেলায় মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওই ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।

ধলাই জেলায় রাজধর কাছারিছড়া এলাকার বাসিন্দা শচীন্দ্র ত্রিপুরার দুই শিশু সন্তান ধর্মিতা ত্রিপুরা(৮) এবং ধনঞ্জয় ত্রিপুরা(৪) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিল। চিকিতাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। শিশু মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজিত জনতা হাসপাতাল ভাংচুর এবং চিকিৎসককে মারধর করেছেন।

ঘটনা সম্পর্কে ধলাই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: কলই বলেন, আজ সকাল সাড়ে এগারটা নাগাদ জ্বরে আক্রান্ত দুই শিশুকে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু, রোগীর পরিবার অন্যত্র যেতে রাজি হচ্ছিলেন না।

মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। তাঁদের অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক ছিল। তাই, কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু, রোগীর পরিবার অন্যত্র যেতে রাজি হচ্ছিলেন না।

তিনি বলেন, রোগীর পরিবারকে হাসপাতালের পক্ষ থেকে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও তাঁরা অন্যত্র যেতে রাজি হচ্ছিলেন না।

তাঁর দাবি, হাসপাতালের চিকিৎসক প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু, কিছুটা সময় পর দুইটি শিশুই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। ডা: কলই বলেন, ধারণা করা হচ্ছে দুইটি শিশু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ছিল। সময় মতো তাদের হাসপাতালে আনা হয়নি। ফলে, শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করেও তাদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দুপুর সাড়ে বারটা নাগাদ দুজনেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। তাঁর বক্তব্য, সময় মতো ওই দুই শিশুকে হাসপাতালে আনা হয়নি তাই তারা মারা গেছে বিষয়টি তাদের অভিভাবকেরা বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা সদ্য প্রয়াত সন্তানদের নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানাও দিয়েছিলেন। কিন্তু, শিশু মৃত্যুর খবর পেয়ে কিছু মানুষ এসে হাসপাতালে ভাংচুর করেছেন।

ধলাই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, আজ মানিকপুরে হাটবার ছিল। বাজারে উপস্থিত কিছু মানুষ শিশু মৃত্যুর খবরে উত্তেজিত হয়ে হাসপাতালে ভাংচুর করেছেন। খবর পেয়ে স্থানীয় বিধায়ক এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। কিন্তু বিধায়ক চলে যাওয়ার পর পুণরায় উত্তেজিত জনতা হাসপাতালে ঢুকে চিকিৎসক প্রণব দেববর্মাকে প্রচন্ড মারধর করেছেন।

তাঁর কথায়, ৪০-৫০ জন উত্তেজিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের তিন হাজারের ঊর্ধে

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.)।। আগের দিনের তুলনায় ভারতে অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, তবে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে করোনা কেড়ে নিয়েছে মাত্র ৩১ জনের প্রাণ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ২০৫ জন, এই সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ০.৯৮ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ১৯,৫০৯-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩৭২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে চোরের দৌরাত্ম্য, হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। পুলিশ নিষ্ক্রিয় মনোভাব কাটিয়ে সক্রিয় হয়ে ময়দানে নামতেই চোর ধরতে সক্ষম হয়। রাতের অন্ধকারে খোয়াই শহরে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। অফিসটিলাতে ঘটনাটিকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিগত এক মাস যাবত চোরের ক্রমবর্ধমান উপদ্রবে খোয়াই শহরে জেরবার অবস্থা।পুরো শহরকে গ্রাস করেছে চোরের আতংক।মানুষের রাতের ঘুম উবে যেতে বসেছে চোরের বেলাগাম তান্ডবে। প্রতিরাতেই খোয়াই শহরে চোরেরা হানা দিচ্ছে দোকানপাট সহ ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। চোরের দল বিক্রির জন্য মজুত করে রাখা দোকানপাটের হরেক রকমের মালামাল তুলে নিয়ে যাচ্ছে চোরের দল।চোরের দৌরাত্ম্য আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি জানিয়ে অবরোধ পানিসাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে স্থান পরিবর্তনে আপত্তি জানিয়ে রাস্তা অবরোধ করলেন স্থানীয় মানুষ। তাতে সাতসকালে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পানিসাগর মহকুমায় কাছাড়িছড়া এলাকায় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে গিয়ে নিত্য যাত্রীরা দুর্ভোগের শিকার হন। প্রায় তিন ঘন্টা পর মহকুমা শাসকের কাছে স্থানীয় মানুষ ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে লিখিত আপত্তি জানিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করেছেন।

দীর্ঘ দুই দশকের ব্রু শরণার্থী সমস্যার সমাধান করেছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের। তাঁদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে ত্রিপুরা সরকার। সে মোতাবেক ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে তাঁদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পানিসাগর মহকুমায় খাকচাং পাড়ায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে আপত্তি জানিয়েছেন স্থানীয় রিয়াং জনগোষ্ঠীর মানুষ। ওই পুনর্বাসনের প্রতিবাদেই আজ কাছাড়িছড়ায় অবরোধ করেছেন স্থানীয় মানুষজন। সকাল ৮টা থেকে অবরোধ শুরু হয়েছিল। দুপুর বারটা নাগাদ অবরোধ প্রত্যাহার হয়েছে।

এ-বিষয়ে জনৈক অবরোধকারী সাবিত্রী রিয়াং বলেন, ব্রু শরণার্থীদের পূর্বের নির্ধারিত স্থানেই পুনর্বাসন দিতে হবে। স্থান পরিবর্তন করে খাকচাং পাড়ায় পুনর্বাসন মেনে নেওয়া হবে না। প্রশাসনের ওই সিদ্ধান্তের বিরোধীতায় আজ অবরোধ করা হয়েছে।

দীর্ঘক্ষণ অবরোধ চলার খবর পেয়ে পানিসাগর মহকুমা শাসক রজত পন্ত ছুটে আসেন। তিনি অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করে অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। কিন্তু, অবরোধকারীরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। শেষে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে তাঁদের আপত্তি লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য বলেন মহকুমা শাসক।

এ-বিষয়ে পানিসাগর মহকুমা শাসক রজত পন্ত বলেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে স্থানীয় মানুষের আপত্তি লিখিতভাবে দিতে বলেছি। তাঁরা খাকচাং পাড়ায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন চাইছেন না। ফলে, তাঁদের লিখিত আপত্তি প্রশাসনের উর্দতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে। তিনি বলেন, লিখিত আপত্তি দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন স্থানীয় মানুষ।

রেষ্টুরেন্টে ফুড সেফটি টিমের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে রাজধানী আগরতলায় ওরিয়েন্ট চৌমুহনীস্থিত তাজ ভেজ রেস্টুরেন্টে হানা দিলেন ফুড সেফটি টিম। ফুড সেফটি টিমের আধিকারিকরা জানান, তাদের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল রেস্টুরেন্টটিতে উপযুক্ত স্বচ্ছতা বজায় রাখা হচ্ছে না। রেস্টুরেন্টে কর্মরত কর্মীদের ব্যবহার নিয়েও অভিযোগ করেন গ্রাহকেরা।

এছাড়াও পর্যাপ্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এরই ভিত্তিতে এদিন রেষ্টুরেন্টটিতে অভিযান চালান ফুড সেফটি টিম। অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় বলে জানান আধিকারিকরা।

ফুড সেফটি টিমের আধিকারিক ডা: সংগীতা চক্রবর্তী জানান, রেস্টুরেন্টের আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে। যদি ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খাদ্যের নমুনা নিয়ে যান ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকেরা। পরীক্ষার পর যদি কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি।

নিখোঁজ ব্যক্তির রহস্যজনকভাবে মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৪ মে।। একদিন নিখোঁজের পর পড়শীর পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দা থেকে রহস্যজনক ভাবে পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।মৃত ব্যক্তির নাম সুশেন্দ্র দেব পিতা মৃত প্রসন্ন দেব।বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা জেলার ত্রিপুরা অসম ও ভারত বাংলা সীমান্তের কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা বেলা ব্রজেন্দ্রনগর গ্রামের তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিলু দেবের পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দা থেকে রহস্যজনক ভাবে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। পুলিশ ও স্থানীয় জনগন ঘটনাস্থলে গেলে মৃত ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত হয়। জানা যায় মৃত দেহটি একই গ্রামের সুশেন্দ্র দেবের। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে। সাথে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলাও হাতে নেয় পুলিশ। তারপর বুধবার দুপুরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ের যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ধলাবিল কলোনীতে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খোয়াই থানাধীন ধলাবিল কলোনি এলাকায় নিজ বাড়ি পেছনে জঙ্গলে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ধলাবিল কলোনি এলাকার স্থানীয় জনৈক রঞ্জিত সরকারের ছেলে জয়ন্ত সরকার (২৭) মঙ্গলবার বিকালে বাড়ির পেছনে জঙ্গল গাছের মধ্যে ঝুলন্ত মৃতদেহটি দেখতে পায় এলাকারই দুই ব্যক্তি।

পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীদের ডেকে আনেন এবং চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে স্থানীয় লোকজনরা বাড়িতে এসে ভিড় করেন। খবর পাঠানো হয় খোয়াই থানায়। পুলিশ ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কীভাবে এবং কেন ওই যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে ব্যাপারে পরিবারের লোকজন কিছুই জানেন না। স্বাভাবিক কারণেই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের মামলায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। স্কুলপড়ুয়া নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে পুলিশের জালে অভিযুক্ত যুবক। আটদিনের মাথায় পুলিশের সাড়াশী অভিযানে গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্তকে আদালতের নির্দেশে চৌদ্দ দিনের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। ঘটনা বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি সংগঠিত হলেও গ্রাম্যমাতব্বদের টানা হ্যাচরায় থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গত ২৬ এপ্রিল।

বিস্তারিত খবর দিয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ জানায় গত ২৬শে এপ্রিল থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের জনৈক জনজাতি পরিবার স্কুলপড়ুয়া এক নাবালিকা কন্যা ধর্ষিতার অভিযোগ জানায়। পরিবারের তরফ থেকে ঘটনায় অভিযুক্ত হিসাবে জনৈক পরিমল দেববর্মা (৪২) পিতা - আজারি দেববর্মা বাড়ি সিধাই থানা এলাকার ঘনিয়া সাধুপাড়ায়। অভিযুক্ত যুবক বেশ কয়েক বছর যাবৎই কল্যানপুর থানা এলাকার তুইহাচিনবাড়ি এডিসি ভিলেজের তুলাবাড়িতে থাকে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগে জানা যায় ঐদিন তথা ২১ ফেব্রুয়ারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে কৃপেশ হত্যাকাণ্ডের মহড়া দিল অভিযুক্ত আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। সুদের ব্যবসা সংক্রান্ত টাকার লেনদেন নিয়ে পরিকল্পিত ভাবে খুন করেন কলমচৌড়ার অগ্নি নির্বাপক কর্মী আপন বর্মন। অভিযুক্ত খুনি আপন বর্মন আজ কিভাবে সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তা নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন। এবং সেই এলাকায় সে কীভাবে খুন করেছিল তার সরোজমিনে ব্যাখ্যা দিয়েছে পুলিশের সামনে।মানিক্যনগর ও

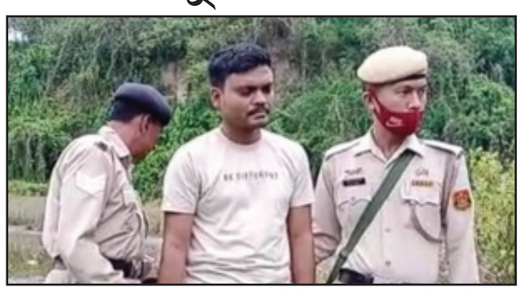

কলমচৌড়া বাইপাস রাস্তার প্রায় ৫০০ মিটার ভিতরে ও.এন.জি.সি ড্রিলিং সাইডের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রিজন ভ্যানের শোচনীয় অবস্থা খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। খোয়াইয়ের প্রিজন ভ্যানের অবস্থা শোচনীয়। নামেই প্রিজন ভ্যান।ঝরঝর শব্দ করে হাঁপিয়ে ছুটে।যেন গাড়ির নিজের প্রাণবায়ুই বেরিয়ে যাওয়ার মতো উপক্রম। খোয়াই মহকুমা কারাগার থেকে আদালতে অভিযুক্ত আর আসামীকে আনা নেওয়ার কাজে ব্যাবহারের জন্যই এই প্রিজন ভ্যান।যদিও গাড়িটি কারাগার কর্তৃপক্ষের নয় বা রাজ্যের কারা দপ্তরেরও নয়। মূলতঃ এটি পুলিশের গাড়ি। আপাততঃ কারাগারের আসামী আর অভিযুক্তদের আদালতে আনা নেওয়ার কাজে গাড়িটি ব্যাবহার করে পুলিশ।গাড়িটির অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, ওপরের ছাদ দিয়ে জল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার সিটি সেন্টারের সামনে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ এর ধরনা কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

২০-২১ মে জয়পুরে বিজেপির উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক, ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.)।। বিভিন্ন রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি—সহ দলীয় রণকৌশল, প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আগামী ২০ এবং ২১ মে রাজস্থানের জয়পুরে দলীয় পদাধিকারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে বসছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ওই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন এবং দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

সভায় সভাপতিত্ব করবেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। সারা দেশ থেকে দলের রাজ্য সভাপতি, রাজ্য ভারপ্রাপ্ত, সহ-ভারপ্রাপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদকরা বৈঠকে যোগ দেবেন। সূত্রের খবর, রাজ্য সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকদের রাজ্য ইউনিটগুলির গৃহীত কাজের একটি বিশদ রূপরেখা নিয়ে প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে। সূত্রে আরও খবর, 'দলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য গৃহীত উদ্যোগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।'

আগামী এক বছরের মধ্যে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ এবং কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। ২০ মে রাজ্যের সমস্ত পদাধিকারীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমাদের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের বিকল্প নেই ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জন্মজয়ন্তী এবছর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ত্রিপুরা সরকার। এ উপলক্ষে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, চিত্র প্রদর্শনী, সমবেত আবৃত্তি, নৃত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় এই কর্মসূচিগুলি আয়োজিত হবে।

এ উপলক্ষে আজ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তার কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের বিকল্প নেই। তাঁদের সৃষ্টির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল আরও এগিয়ে যাবে বলে সভা শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, আগামী ৮ ও ৯ মে দু'দিনব্যাপী ১৬১তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন করা হবে। ৮ মে সকাল ৯টায় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ১২টায় চিত্র প্রদর্শনী ও সমবেত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ২টায় সমবেত সংগীত প্রতিযোগিতা এবং ৬টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পীগণ অংশগ্রহণ করবেন।

তিনি বলেন, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এই কর্মসূচিগুলি আয়োজিত হবে। এছাড়া ৯ মে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের মূল কর্মসূচি সকাল ৭টায় রবীন্দ্র কাননে প্রভাতী কবি প্রণামের মাধ্যমে সূচনা হবে। এরপর সকাল সাড়ে ১১টায় তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, ১টায় ক্যুইজ, ২টা ৩০মিনিটে সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলঘরে অনুষ্ঠিত হবে। ৪টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হবে। সাথে তিনি জানান, সন্ধ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জগবন্ধুপাড়া ছাত্রাবাসের বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্টা হওয়ার আগে নেতা মন্ত্রী বিধায়করা বলেছিলেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ করা হবে। কিন্তু সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চার বছর হয়ে গেছে জনজাতি গিরিকন্দরে উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। তার একটি বাস্তব চিত্র গন্ডা ছড়ায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। অসহায় জনজাতি ছাত্রদের চিত্র দেখলে হতবাক হতে হয়। গন্ডাছড়া মহাকুমার থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার জগবন্ধু পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় ছাত্রাবাস। অসহায় মা বাবা,যখন নিরুপায় হয়ে পড়েন, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে যখন পাশ করে ৬ষ্টশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় ছেলে মেয়ে তখন মা বাবার মনে আশা যাগে যে তার ছেলে বা মেয়েকে আরো পড়াবেন। কিন্তু স্কুল থেকে বাড়ি প্রায় পনের বিশ কিলোমিটার দূর। তখন মা বাবার মনে আশা জাগে যে তার ছেলে মেয়েকে স্কুল হোষ্টেলে রেখে তাদের মনের যে আশা স্বপ্ন ছিল তা পুরণ করবেন।

সেই আশা নিয়ে দূর অন্ত। জনজাতি ছেলে মেয়েদের একটি মাএ আশ্রয় স্থল সরকারি হোস্টেল।অসহায় ছাএ ছাএীদের সকরারি হোষ্টেল ভর্তি করেন শিক্ষার জন্য।সেখানে এসে যদি পড়াশুনা করতে না পারে তবে কি যে অসহায় হত দরিদ্র মাতা পিতার স্বপ্ন পূরণ তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করলে বুঝে ওঠা কষ্টকর।

এমন একটি বাস্তব চিত্র গন্ডাছড়া মহাকুমার থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার জগবন্ধু পাড়া ভিলেজের জগবন্ধু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় জনজাতি ছাত্রাবাস। এই ছাত্রাবাসটি নির্মাণ করা হয়েছিল ১৯৯৯ সনে এই ৫০টি সিট নিয়ে। করা হয়েছিল জনজাতি ছাত্রাবাস। হয়েছে ছাত্রাবাসটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা নিয়েছেন। ছাত্রদের অভিযোগ নেই বিদ্যুতের ব্যবস্থা বিদ্যুৎ লাইন ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে রাত্রিবেলা মোম জ্বালিয়ে পড়তে হয়। মোম শেষ হয়ে গেলে ঘুমিয়ে থাকতে হয় সন্ধ্যারাতে। অসহায় ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন কোথায়পাবে টাকা মোম কিনার জন্য টাকা। জানান ছাত্রাবাসের ছাত্ররা।

গরমের দাপট ঘুমানো যায় না। তারপর ও এই হোস্টেলে ঘুমানোর পর্যাপ্ত বিছানা এবং খাট নেই। শুতে হয় মধ্যে দুটি বেঞ্চকে এক সাথে জুড়য়া গিয়ে শুতে হয়, নতুবা পাকার মধ্যে হয়।

এই নিয়ে একাধিকবার স্কুল উন্নয়ন কমিটি কে জানানো হলেও কোনো কর্ণপাত নেই। তাদের যেমন নেই, নেই শিক্ষা দপ্তরের কোন দৌড়ঝাঁপ হেলদোল।এক বিচিত্র ছাত্রবাসের অবস্থা কখন ভেঙে পড়বে তারও কোন ঠিক নেই। পাচ্ছেন না হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্টাইপেন্ড। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এর কিছু কর্মচারী বর্তমান সরকারকে বদনাম করার জন্য তারা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।অডিট এর মাধ্যমে উঠে আসার পরও গন্ডাছড়া মহাকুমার জনজাতিকল্যাণ দপ্তর দুই কর্মচারী ছাত্র-ছাত্রীদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা২০৬ ▫ ৫ মে ২০২২ ইং ▫২০ বৈশাখ▫বৃহস্পতিবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

দূষিত বায়ুতে শ্বাস নিচ্ছেন ৯৯ শতাংশ মানুষ

বিশ্বের প্রায় সব মানুষই এখন দূষিত বায়ু গ্রহণ করিতেছে। সেই বায়ুতে চলিতেছে তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বাতাসের গুণমানের (এয়ার কোয়ালিটি) একটি মাপকাঠি ঠিক করিয়াছে আগেই। দূষণ ছাড়াইয়া গিয়াছে সেই সীমা। ফলে বিশ্বের ৯৯ শতাংশ মানুষই এখন দূষিত বায়ুর মধ্যে বসবাস করিতেছে। এর জেরে বাড়িতেছে শরীরের নানা সমস্যা। বিষয়টি যে যথেষ্ট উদ্বেগের, সে কথা স্বীকার করিয়াছেন এ দেশের তথা রাজ্যের বিশেষজ্ঞরা। তবে তাঁহাদের মতে, ভৌগোলিক অবস্থানের বিভিন্নতার কারণে বায়ু দূষণের হেরফের হইয়া থাকে। রিপোর্টে হু জানাইয়াছে, এখন সারা বিশ্বের ১১৭টি দেশের ছ'হাজারেরও বেশি শহরে বাতাসের গুণমান নিয়মিত পরিমাপ করা হয়। সেসব শহরের তথ্য একত্র করিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করিতে জ্বালানির ব্যবহার কমানো, অন্যান্য কারণগুলির মোকাবিলা কতটা জরুরি হইয়া পড়িয়াছেবিভিন্ন দেশের সরকার এবার তাহা বুঝিতে পারিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছে এই আন্তর্জাতিক সংস্থা। তাহারা আরও জানাইয়াছে, আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক শহরে এখন নিয়মিত এয়ার কোয়ালিটি পরিমাপ করা হইতেছে। যাহা একটি ভালো প্রবণতা।

ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর দীপঙ্কর সাহা বলিয়াছেন, আমাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থানের কারণে নানা ধরনের এয়ার কোয়ালিটি থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বায়ুদূষণের মূল কারণগুলি চিহ্নিত করিয়া জাতীয় নীতি প্রণয়ন করিতে হইবে। কতটা দূষিত বাতাস আমাদের এখানকার মানুষের জন্য বিপজ্জনক, সেই মাত্রা ঠিক করিতে হইবে আমাদের সরকারকেই। বিষয়টি যথেষ্টই উদ্বেগের। তবে বায়ুদূষণ যে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলিতেছে, তাহা তো কোনও নতুন কথা নয়। হু সাধারণত একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়া দেয়। যে মাত্রা ছোঁয়ার চেষ্টা করিলেই সার্বিকভাবে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হয়। সেই লক্ষ্যেই সরকারের নীতি প্রণয়ন করা উচিত। পরিবেশবিদরা বলেন, শুধু সরকার বা প্রশাসনের ঘাড়ে দায় চাপাইয়ে লাভ নাই। প্রত্যেকটি মানুষকে এখন সচেতনভাবে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বায়ুদূষণ কী কী কারণে ঘটিতেছে, এখন তাহা প্রায় সবাই জানে। কিন্তু জীবনযাপনে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতেছে কতজন!

দূষণ রোধ করিতে হইলে প্রত্যেক জনগণকে সচেতন হইতে হইবে। পরিবেশের ওপর অকথ্য অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদেরকে জবাবদিহি করিতে হইবে। পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে আরো বেশি পরিমাণে বনজ সম্পদ তৈরি করিতে হইবে। বনজ সম্পদ ধ্বংস করার পরিবর্তে বরাত সম্পর্কে আরো সমৃদ্ধ পরিবারের প্রত্যেককে সচেতন নাগরিক কে পরিকল্পিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। শুধুমাত্র বন সৃজন করিবার চেষ্টা করলেই চলবে না বোনকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে আমাদেরকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। এসব বিষয়কে সরকারকে আইন কানুন আরো কঠোর করিতে হইবে। সরকারের কঠোরতা এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বনজ সম্পদ রক্ষা করা এবং পরিবেশ দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে পরিবেশকে দূষণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে আমাদেরকে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হইবে। আমাদের সম্পদের অধিকাংশ অর্থবিত্ত হয় রোগ প্রতিহত করিবার জন্য। নিজেরা একটু সচেতন হলেই এই বিপজ্জনক প্রবণতা হইতে নিজেদেরকে রক্ষা করা সম্ভব। অতএব পিছনের দিকে না তাকাইয়া সকলকে সামনের দিনগুলিতে সচেতনতার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। শুধু সরকারি প্রচেষ্টাতেই এই মহৎ কাজ সফল করা সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিককে এইসব বিষয়ে সচেতনতার পরিচয় দিতে হইবে। সার্বিক সচেতনতাই একমাত্রএই বিপজ্জনক প্রবণতা হইতে আমাদেরকে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করিতে পারিবে।

নিহত তপনের ভাইপোকে সংশোধনাগারে জিজ্ঞাসাবাদ সিবিআইয়ের

ঝালদা, ৪ মে (হি.স.) : বুধবার ঝালদা জেলা আদালতে নিহত তপন কান্দুর ভাইপো দীপক কান্দুকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আবেদন জানায় সিবিআই। আদালত সেই আবেদনে মঞ্জুর করে। এরপরই তড়িঘড়ি জেলা সংশোধনাগারে যান সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। এদিন সেখানেই নিহত তপন কান্দুর ভাইপো দীপক কান্দুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। এদিনই ঝালদার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন খুনের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সুভাষ গড়াই আদালতে জবানবন্দি দেন।

প্রসঙ্গত, ১৩ মার্চ সন্ধেয় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় ঝালদা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুর। বিকেলে হাঁটার সময় ঝালদা-বাগমুন্ডি রোডের উপরে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। গোকুলনগর গ্রামের কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকে আসা ৩ দুষ্কৃতী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। তাঁর পেটে গুলি লাগে। রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তপন। এরপর দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে ঝালদা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ঝাড়খণ্ডের রাঁচির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তপনের মৃত্যু হয়। সিবিআই তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে যায় তপন কান্দুর পরিবার মামলা দায়ের করে। হাইকোর্ট ৪ এপ্রিল সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়।

রাজ্যের জন্ম-মৃত্যুর নিজস্ব পোর্টাল, বৃহস্পতিবার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : প্রশাসনিক সংস্কার করে পরিষেবায় স্বচ্ছতা আনতে আরও তৈরি হল রাজ্যের জন্ম-মৃত্যুর নিজস্ব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় সরকারের ”সিভিল রেজিস্ট্রি সিস্টেমের মাধ্যমে এতদিন রাজ্যের নাগরিকরা জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র পেয়ে থাকত। এবার স্বাস্থ্য ভবনের নিজস্ব পোর্টাল থেকেই এই পরিষেবা মিলবে। একই সঙ্গে কেন্দ্রের পোর্টালেও সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত হবে। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পোর্টালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। স্বাস্থ্যভবন থেকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। 'জন্ম-মৃত্যু তথ্য' পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল ও মাতৃসদনকে। যুক্ত করা হয়েছে সব পুরসভা, পঞ্চায়েত ও নগরোন্নয়ন দফতরের অধীনে থাকা 'স্টেট আরবান ডেভলপমেন্ট এজেন্সি।” পাশাপাশি জন্ম-মৃত্যুর স্বাক্ষরকারী সাবরেজিস্ট্রারের 'ডিজিটাল সিগনেচারও” নেওয়া হয়েছে। কারণ একটাই কোনওভাবেই যাতে জাল শংসাপত্র করা না যায়। আর সবচেয়ে বড় সুবিধা জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র পেতে আর পুরসভা বা পঞ্চায়েতে যেতে হবে না। অনলাইনে মিলবে। এটা যেমন একটা দিক, তেমনই এই পোর্টাল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে টোল ফ্রি নম্বর চালু করা হয়েছে। ১৮০০৩১৩৪৪৪২২২ নম্বরে ফোন করে জানা যাবে। রাজ্য যেমন নিজস্ব পোর্টাল চালু করেছে, তেমনই স্থানীয় ভিত্তিতেও পোর্টাল চালু হবে। যার মাধ্যমে এলাকার জন্ম-মৃত্যুর তথ্য এক জায়গায় আসবে এবং স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রারের ডিজিটাল সই সম্বলিত জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র নাগরিকের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পোর্টাল থাকতেও রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর পৃথক পোর্টাল তৈরি করল, কারণ, গত একবছরে রাজ্যের প্রান্তিক জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র জাল করে ভিন রাজ্যে চালানো হয়েছে।

ছুটিতে ফিরে যাই নিজের কাছে

তাবাসসুম ইসলাম

'ছুটি' শব্দটার সঙ্গে কোথায় যেন ফুরফুরে আনন্দের যোগ আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ছুটি মানে কেয়াপাতার নৌকো গড়ে ফুলে ফুলে সাজিয়ে দেওয়ার অবসর। সত্যিই তো তাই! যা ভালো লাগে, যা মন চায়, সারা বছর ব্যস্ততার গ্যাঁড়াকলে পড়ে যা করতে পারি না, যা করার ফুরসত মেলে না, তা-ই যদি না করতে পারলাম তবে আর ছুটি কিসের? কিন্তু আমরা যেভাবে ছুটি কাটাই, তাতে নিজের মনকে মুক্ত করার সময় মেলে তো? সেখানে ক্ষণিকের মুক্তির স্বাদটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করার ফুরসত থাকছে তো? নাকি ছুটিতেও মাথায় চেপে বসে আছে দায়িত্বের পাহাড়?

সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, বাঙালি সমাজ আদ্যোপান্ত কালেকটিভিস্ট বা দলবদ্ধ। আত্মীয়-বন্ধু পরিবেষ্টিত জীবনেই আমরা অভ্যস্ত। তাই বোধ হয় আমাদের ছুটি উদ্‌যাপনের আবহমান রেসিপিও দাওয়াত আর আড্ডাকেন্দ্রিক। আমাদের ছোট-বড় অধিকাংশ ছুটিই কেটে যায় সামাজিক নানা বাধ্যবাধকতায়। আমরা দল বেঁধে দাওয়াতে যাই, ভরপেট খাই, বন্ধুদের সঙ্গে জম্পেশ আড্ডা হয়, কেউ হয়তো বাড়িতেই অতিথি আপ্যায়নে সময় কাটাই। ঘুরতে গেলেও আমাদের সঙ্গে থাকে পুরো পরিবার আর দর্শনীয় স্থানের লম্বা তালিকা। বন্ধু-আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে কাটানো এই সুন্দর সময়টুকু নিঃসন্দেহে ছুটির একটা বড় পাওয়া, কিন্তু এত কিছুর মধ্যে 'নিজের জন্য' সময় কোথায়?

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'নিজের জন্য' সময় কেন জরুরি? আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিয়ে যেখানে পুরো ছুটি কাটিয়ে ফেলা যায়, সেখানে কেন বলছি একা বসে কিছুক্ষণ বই পড়ুন, খোলা আকাশে চোখ রাখুন, যা ভালো লাগে করুন? এই প্রশ্নের উত্তরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্র বলছে, 'মানুষ যখন “মি টাইম” বা নিজের সঙ্গে সময় কাটায়, তখন তা সত্যিকার অর্থে মানসিক ক্লান্তি দূর করে। কেননা “কে কী ভাবছেন”বিষয়ক ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় শুধু নিজের উপস্থিতিতেই।'

শুধু হার্ভার্ডই নয়, সাম্প্রতিক সময়ে সারা বিশ্বেই মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা যেমন বাড়ছে, নিজেকে সময় দেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে ততই বাড়ছে আলোচনা ও গবেষণা। এ বিষয়ে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ফারজানা রহমানের বক্তব্য, 'আমাদের সমাজে “একা” থাকার বিষয়টিকে বেশ নেতিবাচকভাবে দেখা হয়। কাউকে একা দেখলেই আমরা ভাবি ''নিঃসঙ্গ'', কিন্তু আপনার একা থাকার সময়টি নিজেকে মূল্যায়নের, নিজেকে উদ্‌যাপনেরও হতে পারে।'

কিছুদিন আগে ইলমী তাবাসসুম নামের এক বন্ধু ফেসবুকে লিখেছিল, 'একটু নিজের জন্য সময় চাই। বেশি না। এক-দুদিন।' আমরা যাঁরা ঢাকার মতো যান্ত্রিক শহরে থাকি, যানজট যাঁদের অর্ধেক দিন খেয়ে ফেলে, ইলমীর মতো একটু নিজের পাশে বসার আকুতিটা যেন তাদের আরও বেশি। ক্লান্তি কাটানোর জন্য, সৃজনশীলতা ও কাজের উদ্যম ফিরে পাওয়ার জন্যও নিজের সঙ্গে সময় কাটানো ভীষণ জরুরি।

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আবীর চৌধুরী যেমন বলছিলেন, 'পুরো সপ্তাহই কাটে ট্রাফিক জ্যামের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাই বোধ হয় ছোটবেলার দুপুরগুলোর মতো একটু শান্ত হয়ে বসতে ইচ্ছা করে খুব। যা-ই করি না কেন, কোনো রকম ব্যস্ততা ছাড়া গান শুনতে শুনতে সময় কাটানোর ওই এক টুকরো অবসরটাই আসলে আমার কাছে ছুটি!' আবীরের মতো 'ছোটবেলার দুপুরে' ফিরতে চাই আমরা অনেকেই। নানা ব্যস্ততায় আমরা ইদানীং ভুলে যাচ্ছি কী করতে ভালোবাসতাম, কী হতে চাইতাম। এই আমার কথাই ধরুন। ছোটবেলায় ভেবেছি, বড় হলে হোমওয়ার্ক থাকবে না, মাটিল্ডার মতো বই পড়ব একটানা। আর বড় হয়ে দেখছি ছুটির দিনগুলো হয়ে যাচ্ছে ঘরের কাজ করার আর দাওয়াতে যাওয়ার উপলক্ষ। 'পড়তে চাই কিন্তু সময় পাচ্ছি না' তালিকাভুক্ত বইয়ের স্তূপ দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে তাই একদিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি ছুটিতে নিজের জন্য আলাদা সময় রাখব। সেই আলাদা সময়টুকুতে শুধু মন যা চায়, তা—ই করব। মন চাইলে আবার না হয় ৩০তম বারের মতো মিসির আলি অমনিবাস---এই ফেরত যাব, তবু মনের কথা ফেলব না।

মনের কথা শুনেই বছর চারেক আগে ছুটিতে একা ভ্রমণ করতে শুরু করেছিলেন বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত জোশিতা শারলিন খান। বহির্বিশ্বে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই 'সলো ট্রিপ' বা 'একাকী ভ্রমণ'—এর বিষয়টি বেশ জনপ্রিয় হলেও আমাদের দেশে নারীদের একা ভ্রমণের বিষয়টিতে এখনো জড়িয়ে আছে অনেক দ্বিধা, প্রশ্ন। তবে সেসব প্রশ্ন আর দ্বিধা পাশ কাটিয়েই জোশিতা প্রথমবার ভ্রমণে গিয়েছিলেন ভারতের পন্ডিচেরিতে। সেই অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন তিনি, 'মুক্তির আনন্দ বলে একটা কথা আছে না? প্রথমবারের একা ভ্রমণে নিজের পরিকল্পনা, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া থেকে আমি সেই মুক্তির আনন্দ পেয়েছিলাম। কোথাও ঘুরতে গেলে নতুন জায়গা দেখা হয় তো অবশ্যই, কিন্তু সেবার ছুটিতে আমি নিজেকেও নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম।'

আবার জোশিতার চেয়ে সম্পূর্ণ উল্টো উপায়ে ছুটিতে 'মি টাইম' কাটানোর গল্প বললেন উদ্যোক্তা ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর হাবীবা আক্তার, 'আমি ঘর সাজাতে ভীষণ ভালোবাসি, মনের মতো করে নিজের বাসা সাজিয়েছিও। অথচ কাজের চাপে বাসায় থাকার ফুরসতই পাই না। লম্বা ছুটি পেলে আমি তাই ঘরের সবচেয়ে প্রিয় কোণটায় বসে যাই। কখনো সেখানে বসে নিজের যত্ন নিই, কখনো আবার সেখানে বসেই ছবি আঁকি। ঘরের কাছে ফেরাই আমার জন্য নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর মুহূর্ত।' রিডার্স ডাইজেস্ট ২০১৮ সালের এক প্রতিবেদনে লিখেছিলনিজের যত্ন বা সেলফ কেয়ারের জন্যও নিজের সঙ্গে সময় কাটানো জরুরি। কিন্তু সেলফ কেয়ার মানে আপনার কাছে কী সেটা ঠিক করতে হবে আপনাকেই। কেউ হয়তো পারলারে গিয়ে ফেশিয়াল করানোকে সেলফ কেয়ারের অংশ ভাবেন। কেউ আবার ঘরে বসেই গান শুনতে শুনতে বা গাইতে গাইতে চুলে তেল দিয়ে নিজের যত্ন নেন। শুধু রূপচর্চা বা চেহারার যত্ন নেওয়াই আবার সেলফ কেয়ার নয়, মনের যত্ন নেওয়ারও আছে নানা রকম উপায়। বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকে কর্মরত সিমিন ইবনাত যেমন বলছিলেন, 'ভাবনাহীন ছুটির দিনে আমি যখন নিজের জন্য এক কাপ চা বানাই, সেটিও আমার জন্য সেলফ কেয়ার।'

নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর আসলে তেমন কোনো ধরাবাঁধা ফর্মুলা নেই। সে সময়টুকু যেমন আপনার নিজস্ব, সময় কাটানোর উপায়গুলোও হতে পারে তেমনই নিজস্ব। দারুণ কোনো বই পড়ে ফেলতে হবে, বিখ্যাত সব সিনেমা দেখে ফেলতে হবেএমন তাড়া নিয়ে নয়, বরং যা করলে আপনার ভালো লাগবে, মন ফুরফুরে হবে, তা-ই করুন। সহযোগী অধ্যাপক ফারজানা রহমানও বললেন সে কথাই, 'নিজের সঙ্গে সময় কাটানোর অর্থ হলো নিজের মুখোমুখি হওয়া। হতে পারে কিছুই না করে, হয়তো মিষ্টি রোদে শুধু বসে থেকে আপনি কিছুক্ষণ নিজের কথা, আপনার স্বপ্নের কথা, লক্ষ্যের কথা, ভালো লাগার কথা, খারাপ লাগার কথা ভাবছেন। এই ভাবনাটা কিন্তু র্নিথক নয়, এই ভাবনাটার মাধ্যমে আপনি নিজেকে মূল্যায়ন করছেন, উদ্‌যাপন করছেন।'

ফারজানা রহমানের কথা শুনতে শুনতে আমি নিজেই ফিরে গেলাম কিছু না করার অবসরে। মনে হলো, মফস্বলের বারান্দায় রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছে আজও। কিন্তু 'ফিরব ফিরব' বলে আর ফিরছি না বহুদিন। অথচ সেখানে গা এলিয়ে বসে থাকার স্বপ্ন দেখেছি আজীবন। এই লেখা লিখতে লিখতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবার সত্যিই এবং শিগগিরই ছুটিতে একবার প্রিয় বারান্দায় ফিরে যাব। ফিরতে পারেন আপনিও। নিজের কাছে, প্রিয় সবকিছুর কাছে। ছুটি তো আসছেই, শুধু একটু সময় বের করে নিজের মুখোমুখি হয়েই দেখুন এবার!

মানুষের আদিম পদচিহ্নকে ফিরে দেখা

কৌশিক রায়

হোমো স্যাপিয়েন্স। অর্থাৎ বুদ্ধিমান মানব। হোমো নিয়ানডারথাল, অস্ট্রালোপিথেকাস, রোবাস্টাস, হোমো ইরেকটাস, ড্রায়োপিথেকাস ফ্রন্টানি, সিনানথ্রপাস পিকিনেনসিস বা পিকিংম্যানের মতো আদি মানবীয় ধাপগুলিকে পেরিয়ে আগুন জ্বালাতে, চাকা তৈরি করতে, বীজ বুনে ফসল ফলাতে, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করতে শিখল হোমো স্যাপিয়েন্স। ক্রমশই সেই হোমো স্যাপিয়েন্স মানবের বিভিন্ন চিহ্ন প্রকাশিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্নি চিহ্ন প্রকাশিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন চিহ্ন প্রকাশিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে। আর আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের ওফর থেকেও রহসময়তার আবিল আবরণটি ক্রমশই অপসৃত হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ডারকেভ নামক নামক গুহা থেকে পাওয়া গেছে আজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ বছরের পুরনো একটি মানব করোটির অর্ধাশে। সবচেয়ে পুরনো হোমো স্যাপিয়েন্স নিদর্শনের মধ্যে এই খুলিটিকে অন্যতম বলে মনে করা হচ্ছে। আবার পূর্বতন চেকোস্লোবাকিয়ার অন্তর্গত ব্রনো অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে হোমো স্যাপিয়েন্স মানব-মানবীর দ্বার তৈরি, প্রায় ৩৫ হাজার বছরের পরনো, ম্যামথ হাতির দাঁত থেকে তৈরি একটি ভগ্নপ্রায় মানবমূর্তি। আবার, মাল্টা থেকে পাওয়া গেছে আজ থেকে ১৫ হাজার বছরের পুরনো, হাতির দাঁতের ওপর ফুটো করে বানানো, শিলপাটার মতো একটি ডিজাইন। মনে হয়, আদিম বানানো, শিলপাটার মতো একটি ডিজাইন। মনে হয়, আদিম মানুষ তার গুহানিবাসে বসে খেলার জন্য এই আইভরি প্লেকটি তৈরি করেছিল। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগের অধ্যাপক র‍্যান্ডাল হোয়াইট জানিয়েছেন আজ থেকে ৭০,০০০ এবং ১৫,০০০ বছরের সমসীমার মধ্যে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশ নিবাসী হোমো স্যাপিয়েন্স মানব-মানবীদের মধ্যে একটি দৌদ্ধিক, প্রতিভাময়, সাংস্কৃতিক জাগরণ শুর হয়। স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লাসকক্স, মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা গুহাগুলিতে বাইসন ও হরিণের ছবি আঁকার পাশাপাশি হাতের এবং চাষাবাদের যন্ত্রপাতি তৈরিতে মুন্সিয়ানা দেখাতে শুরু করে হোমো স্যাপিয়েন্স মানব-মানবীর হাতে, কাদামাটি ছেনে তৈরি করা বাইসনদের মূর্তি। ফ্রান্সের ত্যুক দ্য আউদ্যুব্যেয়র-এর এই গুহাটি বর্তমানে নৃতাত্ত্বিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার হিংস্র বন্যপশুদেরকে কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার হিংস্র কন্যপশুদেরকে বেশ আনার জন্য তন্ত্রমন্ত্র না ব্ল্যাক ম্যাজিকেও বিশ্বাস করত হোমো স্যাপিয়েন্স, যেটা বর্তমানে টিকে আছে অস্ট্রেলিয় অ্যাবওইরজিন, আফ্রিকার পিগমি-বুশম্যান-হটেনটেট, ইন্দোনেশিয়ার পুনান ও জায়ক এবং আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সেন্টিনালি-ওঙ্গে-নিকোবর জনজাতির মানুষদের মধ্যে, এই তন্ত্রমন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে ফ্রান্সের সঁ-জামেই-অঁ-লায়ে অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে স্ট্যালাগমাইট পাথরখণ্ডের ওপর খোদাই করা একটি সিংহের ছবি।

এই ধরনের পশুপাখির মূর্তি বা প্রতীকী ছবির ওপরে ভালো শিকারের প্রত্যাশায়, পশুচর্ম আর হরিণ-মোষের সিং লাগিয়ে বারংবার বর্শার আঘাত করত হোমো স্যাপিয়েন্স পুরোহিত বা ইন্দ্রজালবিশ্বাসী 'শামান'।

হোমো স্যাপিয়েন্স মানবের অস্তিত্বের সময়ে গোটা উত্তর ইউরোপ বরফযুগ এসেছিল। তখন, অপেক্ষাকৃত গরম জায়গাতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে হোমো স্যাপিয়েন্সরা। গুহার মধ্যে ছোট ছোট বেলেপাথরের টুকরো আর পশুর চর্বি দিয়ে তারা লম্ফ তৈরি করেছিল এছাড়াও পশুমাসংকে ঝলসে খাওয়ার জন্য বানানো হয়েছিল বিভিন্ন আকারের উনুন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, আজ থেকে প্রায় ১৮ হাজার বছর আগে লন্ডন, আল্পস পবর্তমালা, পিরেনিজ পর্বতমালা আর মাউন্ট কিলিমাঞ্জারোতে। প্রায় ১০ হাজার ফুট পুরু বরফস্তরের সামনে পড়ে হোমো স্যাপিয়েন্স। তখন তার ।মধ্য অক্ষাংশে অবস্থিত উত্তর গোলার্ধে 'স্তেপ' আর 'সাভান্না' তৃণভূমিতে বসত করতে শুরু করে। এই যুগটিকে পুরনো প্রস্তর যুগ বা প্যালিওলিথিক এক-ই বলা হয়। এই যুগের অধিযুগগুলি বল অ্যাকিউলিয়ান, সল্যুট্রিয়ান, ম্যাগডালেনিয়ান ইত্যাদি।

ফ্রান্সের লা মার্শে নামক অঞ্চল ছড়িয়ে পড়তে থাকার জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত হলেও এই শিল্পীমনস্ক মানসিকতাকে ভোলেনি হোমো স্যাপিয়েন্স। প্রায় ৩০-৪০ কিমি ব্যাসবিশিষ্ট স্থান জুড়ে বসত তৈরি করতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের এক-একটি দল। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে খাবার ও বাসস্থানের জন্য সংঘাত ছিল না বললেই চলে। গ্রিক দেবী আর্তেমিস আর রোমান দেবী ভেনাস-এর মতোই একটি আইভরি আবক্ষ মূর্তি পাওয়া গেছে ফ্রান্সের ব্রাসেমপ্যুতাই আর চেক প্রজাতন্ত্রের কোস্তেনকি গ্রাম থেকে। মূর্তিগুলির মুখশ্রী এবং কেশবিন্যাসের নকশা খুবই সুন্দর। হোমো স্যাপিয়েন্স মানবের যে প্রকৃতি সম্পর্কে অনেকটাই গভীর জ্ঞান ছিল সেটা এই ভাস্কর্যগুলি থেকে বুঝতে পারা যায়। এছাড়াও ২৫ হাজার বছরের পুরনো একটি বাঁশি পাওয়া গেছে। পাখির হাড় ফুটো করে বাঁশিটিকে বানানো হয়। এর থেকে বুঝতে পারা যায় হোমো স্যাপিয়েন্স মানবের মধ্যে সঙ্গীতের প্রতিও আকর্ষণ ছিল। রাশিয়ার লেনিনগ্রাদের আকাদেমি অব সায়েন্সেসের বিজ্ঞানী অধ্যাপক এন ডি প্রাসালোভ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ঈলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতাত্ত্বিক ওলগা সোয়েফার এই তথ্য দিয়েছেন। ফ্রান্সের দোর্দোয়েন উপতক্যা এবং ল্য কোঁতে নামক পার্বত্য অঞ্চলটি একসময়ে হোমো স্যাপিয়েন্স মানবের কাছে অন্যতম খাদ্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল। ঘোড়া, বাইসন, হরিণষ ষাঁড়, মোঘ এবং বিভিন্ন পাখির অর্ধদগ্ধ হাড়ের অবশেষ পাওয়া গেছে এই উপত্যকাগুলি থেকে। হাতির দাঁত থেকে বানানো, ২৮ হাজার বছরের পুরনো পুঁতির মালা আর বোতামও পাওয়া গেছে এই এলাকাগুলি থেকে। এখান থেকে পাওয়া গেছে পাহাড়ি আইবেক্স ছাগলের হাড় থেকে তৈরি বর্শার ফলা এবং হারপুন। এছাড়াও ৩২ হাজার বছরের পুরনো হাতির দাঁতের তৈরি (আইভরি) নেকলেসও পাওয়া গেছে এই অঞ্চল থেকে। অনামী হোমো স্যাপিয়েন্স শিল্পীর প্রতিভাসুষমা ছড়িয়ে আছে ফ্রান্সের অঁগলে-স্যুর- ল' অঁগল্যাঁ নামক গুহাটিতে। এখানে ১৬০০০ বছরের পুরনো একটি চুনাপাথরের স্ল্যাবের উপর বাইসনের খোদাই করা মূর্তি পাওয়া গেছে জন্ম ও মৃত্যুর প্রতীক হয়ে ওঠা একটি জীবিত এবং একটি মৃত ঘোড়ার ভাস্কর্য। ইতালির ক্যালাব্রিয়া অঞ্চলের অনর্গত রোমিতো গুহাটি থেকে পাওয়া গেছে বামনত্ব বা 'কোনড্রোডিসট্রোফি' রোগের শিকার হওয়া মানুষের সযত্নে রক্ষিত দেহাবশেষ। এর থেকে বুঝতে পারা যায়, হোমো স্যাপিয়েন্স মানব-মানবীরা দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ মানুষদের যথেষ্ট সম্মান করত। ক্রায়েশিয়ার জাগ্রেব-এ অবস্থিত ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে, ওই দেশের ক্রাপিনা নামক অঞ্চল থেকে প্রায় ১০০টির মতো নিয়ানডারথাল আর হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের হাড়গোড় রাখা আছে। সম্ভবত এই অঞ্চলটি একটি সমাধিক্ষেত্রে ছিল। অনেকে মনে করছেন, হোমো স্যাপিয়েন্স আসলে ১০০০ ঘন সেমি মগজযুক্ত, আগুনের আর চাকার ব্যবহার করতে শেখা হোমো ইরেক্টাস আর নিয়ানডারথাল মানবেরই পরবর্তী ধাপ। নিয়ানডার থাল মানুবের মতো হোমো স্যাপিয়েন্স মানবেরও সামনের দাঁতগুলি কিছুটা বড় ছিল। আহতদের সেবা ও পরিচর্যা করত হোমো স্যাপিয়েন্স। হাড়গুলি পুরাতাত্ত্বিকগ্রাহাম আভেরি। এই জীবাশ্মগুলি থেকে বুঝতে পারা যায়, আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগেও আফ্রিকাতে আদিম হোমো স্যাপিয়েন্স এবং হোমো ইরেক্টাস মানবের বসতি ছিল। এই মানবশিল্পীর তৈরি বেলেপাথার ও ক্যালসাইট থেকে বানানো বিভিন্ন নারীমূর্তির ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। ভাস্কর্যগুলি বিভিন্ন দেবী, ঊর্বরতার প্রতীক এবং সন্তানসম্ভবা মায়ের প্রতীক ছিল। ইজরায়েলের কাফাজে আর কাবারা অঞ্চলেও আজ থেকে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগের হোমো স্যাপিয়েন্স এবং নিয়ানজারথাল মানবের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। এখান থেকে হাড়ের তৈরি, চাষাবাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় কাস্তে আর শাবলের ফলা পাওয়া গেছে। ১২হাজার বছর আগে কাবারাতে 'নাতুফিয়ান' নামক যে গোষ্ঠীটির মানুষজন চাষবাদ শুরু করেছিল তাদের সঙ্গে হোমো স্যাপিয়েন্স মানবগোষ্ঠীর মিল পাওয়া যায়। এই মানবগোষ্ঠী এবং নিয়ানডারথালরা যে শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী মানের ছিল সেটা পূর্বতন যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত ক্রাপিনা থেকে প্রাপ্ত তাদের মজবুত হাড়ের জীবাশ্ম থেকেই বুঝতেপারা যায়। এশিয়া থেকে আমেরিকাতে আজ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে আসা হোমো স্যাপিয়েন্সদের জীবাশ্ম, লেনা নদীর শাখানদী আলদানের নিকটবর্তী দিউকতাই গুহা থেকে খুঁজে পেয়েছেন ডা.য়ুরি মেচনাশেভ নামক একজন নৃবিজ্ঞানী।

আবার ইজরায়েলের ওয়াদি আমুদ নামক নদী অব্বাহিকা থেকে প্রাপ্ত হোমো স্যাপিয়েন্সদের মাথায় খুলির সঙ্গে বর্তমান মানুষের করোটির তুলনা করে অনেকটাই মিল দেখতে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্স আর ক্রো ম্যাগনন মানুষদের মধ্যে মস্তিষ্কের ধূষর কোষের বিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটতে শুরু করেছিল। ১৯৮৬ সালে ফ্রান্সের দোলনি ভেস্তোনিসের গুহা থেকে বেশ কিছু হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একজনের করোটির গঠনে বৈষম্য দেখে আর পিঠের গড়ন দেখে বুঝতে পারা যায়, এলাকটি একটি গুরারোগ্য ব্যাধি স্পাইনাল স্কোলিওসিসে আক্রান্ত হয়েছিল। অস্ট্রোলিয়ার টাসমানিয়া থেকেও আজ থেকে ৩০ হাজার বছর আগেরক 'হোমিনিড' বা মানবসদৃশ প্রাণীর ফসিল মিলেছে। আবার জার্মানির হোয়েলনস্টাইন থেকে একটি মানবমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্ভবত এটি কোনো উপাস্য দেবতার মূর্তি। মানুষের মূর্তির আদলে দেবপূজার সূত্রপাত হয়েছিল সেই হোমো স্যাপিয়েন্সদের সময় থেকেই। ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে ম্যামথ হাতির দাঁতের ওপর মিনে করা বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রতীকও পাওয়া গেছে ইন্দোনেশিয়া থেকে ভেলায় করে অস্ট্রোলিয়াতে আসা হোমো স্যাপিয়েন্সদের জীবাশ্মের মধ্যে অস্ট্রোলিয়া অ্যাবওরিজিনদের মধ্যে হোমো স্যাপিয়েন্সদের সংস্কৃতি বর্তমান অনেকটাই টিকে আছে। আবার মাল্টা থেকে প্যায়া গেছে হোমো স্যাপিয়েন্স শিল্পীর হাতে জীবনের প্রতীক হিসেবে হাতির দাঁত থেকে তৈর পাখিদের প্রতিকৃতি। টাসমানিয়ার বিভিন্ন গুহাতে হোমো স্যাপিয়েন্সদের আঁকা বাঘ, সাপ,এমু পাখি, কুমিরদের ছবি পাওয়া গেছে। রাশিয়ার দন নদীর তীরে কোস্তেনকি নামক অঞ্চলে হোমো স্যাপিয়েন্সের একটি বসতির হদিশ পেয়েছেন নৃবিজ্ঞানীরা। এখান থেকে বিভিন্ন পাথরে অলংকার, হাতিয়ার আর শিকার হওয়া ম্যামথের হাড়গোড় মাথার খুলি খুঁজে পাওয়া গেছে। স্লোভাকিয়ার অন্তর্গত মিলোভিচেতে ও হোমো স্যাপিয়েন্সদের দ্বারা তৈরি, ম্যামথদের হাড় দিয়ে বানানো একটি ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে। আবার আদিম ক্যাঙারুকে শিকার করার জন্য অস্ট্রোলিয়ার নর্দার্ন টেরিটোরি-র অন্তর্গথ আর্নহেমল্যান্ড থেকে একটি পাথরের বর্শার ফলা পাওয়া গেছে। তবে হোমো স্যাপিয়েন্স মানবের তৈরি সবচেয়ে মূল্যবান, চকমকি পাথরের তৈরি বর্শার ফলাগুলি আজ থেকে ১২০০০ বছর আগে বানানো হয় বর্তমান মার্কিন দেশের অন্তর্গত ওয়াশিংটনের নিকটবর্তী ক্লোভিস-এ। এই বর্শার ফলাগুলি খুঁজে পেয়েছেন মোয়েসে আগুইয়েরে নামক একজন নৃবিজ্ঞানী। এই বর্শাগুলি দিয়ে কানাডা থেকে আগত হোমো স্যাপিয়েন্সরা ম্যামথ ও বাইসনদের শিকার করত। এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যে স্থলভাগের দূরত্ব মাত্র ৮৫ কিমি। বরফ যুগ যখন ছিল না, তখন এই দূরত্ব অতিক্রম করেছে হোমো স্যাপিয়েন্সরা। এভাবেই তাদের মনে বাসা বেঁধেছে বিভিন্ন ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে আজ থেকে প্রায় ৩০ হাজার বছর আগে পাথরের ওফর খোদাই করা কুমিরের ছবি থেকে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পানারামিত্তি নামক স্থান থেকে এই ছবিটি উদ্ধার করা হয়েছে। আলাস্কাতে যে এস্কিমো বা ঈনুঈৎ জনগোষ্ঠীর মানুষরা মেরু ভাল্লুকদের মেরে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন তাঁদের মধ্যেও নিঃসন্দেহে বরফস্তর পেরিয়ে নতুন দেশের সন্ধানে আসা হোমো স্যাপিয়েন্সদের বংশগত নির্যাস রয়েছে। ফ্রান্সের দোলনি ভেস্তোনিচে থেকে পাওয়া গেছে তুষার যুগে, আজ থেকে ২৬ বছর আগে হোমো স্যাপিয়েন্স শিল্পীর ছেনি-বাটালিতে তৈরি একটি খোঁপাওয়ালা মহিলার মুখাবয়ব। রেডিও-কার্বন ডেটিং পরীক্ষার মাধ্যমে এই মূর্তিগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রেডিয়াম আর প্লুটোনিয়াম ধাতুর তেজস্ক্রিয় ভস্ম পাওয়া গেছে। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক তথ্য দিয়ে আমাদের সামনে এসে দেখা দেবে আমাদের পূর্বপুরুষরা।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় পকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বুধবার আগরতলা টাউন হলে ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি ঃ নিজস্ব

সাহিত্য ও ভাষা সবসময় মানুষকে সংযুক্ত করে, বড়ো সাহিত্য সভার অধিবেশনে বলেছেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ

তামুলপুর (অসম), ৪ মে (হি.স.) : সাহিত্য ও ভাষা সবসময় মানুষকে সংযুক্ত করে। বড়ো জনগোষ্ঠীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিতে যে কাজ করছে বড়ো সাহিত্য সভা তার প্রশংসা করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। অসমে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ বড়ো ভাষায় কথা বলেন, এটা কম বড় কথা নয়। বড়ো সাহিত্য সভার ৬১-তম অধিবেশনের শেষদিনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি ভাষার মর্যাদা ও প্রাধান্য দিতে এ ধরনের আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বড়োল্যান্ড টিরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর অন্তর্গত নবগঠিত তামুলপুর জেলা সদরে বোড়ো সাহিত্য সভার ৬১-তম অধিবেশনের আজ বুধবার ছিল তৃতীয় তথা শেষ দিন। অধিবেশনের শেষ দিনে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, অসম, মেঘালয় ও সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী যথাক্রমে হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কনরাড সাংমা, প্রেমসিং তামাং, অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো, রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, ভুটানের এক প্রতিনিধি দল, বিটিসি-পারিষদবর্গ সহ অসংখ্য জনতার উপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি প্রায় কুড়ি মিনিট ভাষণ দিয়েছেন। প্রদত্ত ভাষণে রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ এ ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ায় প্রসন্ন ব্যক্ত করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষের ভাষার প্রতি যে এক দুর্দান্ত আকর্ষণ রয়েছে তা প্রতিফলন হয়, বলে রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেন, অসমে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ বড়ো ভাষায় কথা বলেন, এটা কম কথা নয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ডের পাশাপাশি প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং নেপালেও বোড়োভাষী মানুষ রয়েছেন। তিনি বলেন, সাহিত্য ও ভাষা সবসময় মানুষকে সংযুক্ত করে। মানুষের হৃদয়কে সংযুক্ত করে। ভাষার মধ্যে স্বত্ববোধ আছে। অন্যান্য রাজ্য এবং বিদেশ থেকেও অনেক প্রতিনিধি এখানে এসেছেন। ভাষার প্রভাবেই অন্য জায়গা থেকে মানুষ আসেন। এর জন্য আমি আয়োজকদের অভিনন্দন জানাই। তিনি বলেন, এ বছর তমুলপুর জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নবগঠিত জেলার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরপূর্বীয় রাজ্য সরকারগুলির যৌথ প্রচেষ্টায়, সমগ্র অঞ্চলে সম্প্রীতির পরিবেশ দৃঢ় হচ্ছে। এর জন্য আমি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষকে অভিনন্দন জানাই।

এই অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর ফলে এ অঞ্চলের উন্নয়নের পাশাপাশি ভাষা ও সাহিত্যও সমৃদ্ধ হবে। তিনি বলেন, এতদঞ্চলে অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। একই সঙ্গে আজকের অনুষ্ঠানস্থলের কাছে একটি মেডিক্যাল কলেজও স্থাপিত হবে। এর জন্য আমি অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে এই অনুষ্ঠান আয়োজনে তিনি অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিরও প্রশংসা করে বলেন, কেবল এ ধরনের অনুষ্ঠান নয়, তিনি বড়ো ভাষার বিকাশের জন্য প্রচুর কাজ করছেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, বড়ো সমাজের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। বলেন আমি যখন রাজ্যসভার সদস্য ছিলাম, তখন এই এলাকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করতাম। বড়ো সাহিত্য সভা সম্পর্কে অনেক তথ্য আমি জানি। এ প্রসঙ্গে লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ সানসুমা খুংগুর বিসমুথিয়ারিকে স্মরণ করেছেন রাষ্ট্রপতি। একই সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বজির জন্য রাষ্ট্রপতিকে ঘন ঘন অসম সফরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যে কোনও রাজ্যে আমার আসার পেছনে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানকার মানুষের ভালোবাসা আমাকে বারবার আসতে বাধ্য করে।

রাষ্ট্রপতি আজ বডোফা উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মের কথাও উল্লেখ করেছেন। বড়ো ভাষায় তাঁর বার্তা কয়েকবার দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ। বলেন, ১৯৬৩ সালের ১৮ মে বড়ো ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে। ওইদিনকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বড়ো ভাষা সাহিত্যের বিকাশে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। তিনি সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠাতাদেরও স্মরণ করেন। বড়ো ভাষা অসম রাজ্যের একটি সহায়ক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে বোডো রেনেসাঁর জন্য কাজ করেছিলেন কালীচরণ। এক সময় বিবর নামে একটি পত্রিকাও বড়ো ভাষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এটি ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হত। নাটক ও কবিতার ক্ষেত্রেও অনেক কাজ হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বড়ো ভাষার বহু মানুষ পদ্ম পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। পরিবেশ বাঁচাতে বড়ো ভাষায় অনেক রচনা হয়েছে। বড়ো এবং অসমিয়া ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে। বড়ো ভাষায় রচনাকে জাতীয় পর্যায়ে ১৭টি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অনেক নারী সাহিত্যও সৃষ্টি করছেন। জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার পেয়েছেন দুই নারী লেখক। এ জন্য আরও নারীকে এগিয়ে আসতে কামনা করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ।

তিনি বলেন, তরুণ রচয়িতাদেরও বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে হবে। বড়ো ভাষাকে দেশের ষষ্ঠ তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বড়ো ভাষার জন্য কাজ করার জন্য তিনি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকেও স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বড়ো ভাষার রচনাবলি অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। সাহিত্য অকাডেমি, সংগীত নাটক অকাদেমি, ললিত অকাদেমি, ভারতীয় ভাষা সংস্থা এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বড়ো ভাষার প্রসারে অবদান রেখেছে। ভাষা রক্ষা, প্রচারের দায়িত্ব সমাজ ও সরকারের। তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে এ জন্য কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

অধিবেশন মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রপতি বড়ো ভাষার অভিধান অনলাইনে প্রকাশ করেছেন। আজকের অধিবেশনে বহুজনের সঙ্গে অসম সরকারের মন্ত্রী উর্খাওগৌরা ব্রহ্ম, রাজ্যসভার সাংসদ রণগৌরা নার্জারি, বড়ো সাহিত্য সভার সভাপতি তোরেন বড়ো, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত বড়ো, নিখিল বড়ো ছাত্র সংস্থা (আবসু)-র সভাপতি দীপেন বড়ো সহ বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।

ময়নাগুড়ি ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চাই না, আদালতে মৃতার পরিবার

জলপাইগুড়ি, ৪ মে (হি. স.) : ময়নাগুড়ির ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চায় না পরিবার। আদালতে জানালেন নির্যাতিতার বাবার আইনজীবী কিশোর দত্ত। আচমকা নির্যাতিতার পরিবার এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রশ্ন উঠছে। মামলাকারীর প্রশ্ন, 'কতটা হুমকি ও চাপে থাকলে একজন বাবাকে এই আবেদন করতে হয়! আদালতের উচিত অবিলম্বে পদক্ষেপ করা। পরিবার প্রথম থেকে বলে এসেছে সিবিআই তদন্ত চাই। আজ হঠাৎ করে বলছেন যে সিবিআই চাই না। কী এমন ঘটল যে পরিবার তাঁদের অবস্থান পরিবর্তন করল?'

এমন পরিস্থিতিতে নির্যাতিতার পরিবারকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি উঠছে। আদালতে মামলাকারী জানিয়েছেন, নিম্ন আদালতে দুটি আটক-তালিকা পেশ করে পুলিশ। তার মধ্যে একটি তালিকায় ভুল বুঝিয়ে সই করানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। বলা হয়েছে, অপর আটক-তালিকার দু'টির সই জাল। তা নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় পুলিশ সুপারকে। ফরেন্সিক ল্যাবে সই পরীক্ষার সুপারিশ করা হয়েছিল। আদালতে রাজ্য জানিয়েছে, মূল অভিযুক্তের জামিন খারিজ হয়ে গিয়েছে গত ২৫ শে এপ্রিল। মৃত্যুর পর ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০৫ ধারা (নাবালক/নাবালিকাকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা) যুক্ত করা হয়েছে। তদন্ত বিঘ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। এই মমালা সাক্ষ্য গ্রহণ, গোপন জবানবন্দিও নেওয়া হয়েছে।

টানা ১১ দিন লড়াইয়ের পর গত ২৫ এপ্রিল উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার। অভিযোগ ছিল, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে বাড়িতে একা পেয়ে স্থানীয় এক যুবক তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কোনওক্রমে রক্ষা পায় নাবালিকা। এর পর অভিযুক্ত যুবক আগাম জামিন নিয়ে নেয়। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ, গত ১৩ এপ্রিল অভিযুক্তর সঙ্গীরা মামলা তুলে নিতে বলে নাবালিকার বাড়ি এসে খুনের হুমকি দিয়ে যায়।

ক্লাবের দাবি মতো চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে ভাঙচুর, জগৎবল্লভপুরে উত্তেজনা

হাওড়া, ৪ মে (হি. স.) : ক্লাবের দাবি মতো চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় মঙ্গলবার রাতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ভাঙচুর। বুধবার এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। বুধবার সকালে ওই ব্যাবসায়ী পরিবার লিখিতভাবে জগৎবল্লভপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। তাঁরা জানিয়েছেন গোটা পরিবার আতঙ্কে রয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাট এলাকায়। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, স্থানীয় ক্লাবের পিকনিকের জন্য তাঁর কাছে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হয়। রাজি না হওয়ায় গত রাতে তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করে ক্লাবের সদস্যরা। ভাঙচুরের ছবি ধরা পড়েছে সিসি ক্যামেরায়। যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। চাঁদা সংক্রান্ত বিবাদ নাকি অন্য কোনও কারণে হামলা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ইদ উপলক্ষে মঙ্গলবার রাতে জগৎবল্লভপুরের মুন্সিরহাটে স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর লোহার রড, লাঠি এবং অস্ত্র নিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী শেখ ইসমাইলের বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। ওই বাড়ি লক্ষ্য করে বড় বড় ইট পাটকেল ছোড়া হয়। বেশ কয়েকজন পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত শেখ ইসমাইল জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি দুই থেকে তিনটি বাইক এবং সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙচুর করা হয়। এমনকী তাঁদের মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। গোটা ঘটনাটাই সিসিটিভি ক্যামেরা বন্দি হয়। হামলার জেরে ব্যবসায়ী পরে জগৎবল্লভপুর থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে অভিযুক্ত ক্লাবের সম্পাদক দাবি করেন তাঁরা কোনও হামলা চালাননি এবং ওই পরিবারের থেকেও কোন চাঁদা চাওয়া হয়নি।

মধ্যপ্রদেশের খারগোনে প্রত্যাহার হল কার্ফু

খারগোন, ৪ মে (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের খারগোনে জারি করা কার্ফু তুলে নিল সরকার। এছাড়াও সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হল। ইদ ও অক্ষয় তৃতীয়ায় অশান্তির আশঙ্কায় ২৪ ঘণ্টার জন্য কার্ফু জারি করেছিল প্রশাসন। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক করে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (এসডিএম) মিলিন্দ ধোকে বলেন, বুধবারই শান্তি কমিটির বৈঠক হয়। সেখানেই সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর আগে প্রশাসনের তরফে জানান হয়, ২ এবং ৩ মে দু' দিন সম্পূর্ণ কার্ফু জারি থাকবে খারগোনে। বাড়িতেই ইদের নমাজ পড়তে হবে। পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পাস দেওয়া হবে। দোকানগুলিও খোলা রাখতে বলা হয়েছে। তবে পরিস্থিতি পালটে গেলে এই নির্দেশও পরিবর্তিত হবে।" রবিবার বিকেলের পর থেকেই কার্ফু শুরু হবে। এও জানানো হয়েছে, অক্ষয় তৃতীয়া এবং পরশুরাম জয়ন্তী উপলক্ষেও কোনও অনুষ্ঠান করা যাবে না। খারগোনের জেলাশাসক সুমের সিং মুজালদা জানান, এলাকায় শান্তি বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাম নবমীতে সাম্প্রদায়িক হিংসায় উত্তাল হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের খারগোন জেলা। তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। আবারও সেই হিংসা এড়াতে এমন পদক্ষেপ করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সঞ্জয়

আসিমগঞ্জে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পাঁচটি দোকান ও একটি মসজিদ পুড়ে ছাই

আসিমগঞ্জ (অসম), ৪ মে (হি.স.) : এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানাধীন আসিমগঞ্জ বাজারের পাঁচটি দোকান এবং একটি মসজিদ পুড়ে গেছে। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছে গোটা আসিমগঞ্জ বাজার। ঘটনা বুধবার ভোররাতে সংঘটিত হয়েছে।

ঈদের আনন্দ শেষে আজ ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ বিধ্বংসী এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছে নাজিম মেডিক্যাল হল, আজিজুর রহমানের ইলেকট্রনিক দোকান, জিয়াউল হকের রেস্তরাঁ, ফার্নিচারের দোকান এবং একটি ধুনকরের দোকান এবং নবনির্মিত একটি মসজিদ। অগ্নিকাণ্ডে আজিজুর রহমানের দোকানের ভিতরে রইসুল হকের মিনি কম্পিউটারের দোকানও পুড়ে গেছে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে প্রায় এক কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পাথারকান্দি থানার পুলিশ। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটের ফলে আগুনের সূত্রপাত মনে হলেও, ঘটনার পিছনে পরিকল্পিতভাবে অগ্নিসংযোগের যোগসাজশ রয়েছে কি না, তা—ও খতিয়ে দেখাও হচ্ছে।

স্থানীয় জনতা এবং তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল কর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে আগুন আয়ত্তে এনেছেন। নইলে গোটা আসিমগঞ্জ বাজার, এলাকার অসংখ্য ছোট-বড় দোকান এবং বসতবাড়ি আগুনের করাল গ্রাসে ভস্ম হয়ে যেত। বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছে সমগ্র আসিমগঞ্জ।

সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি, কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে স্বাভাবিক বিমান পরিষেবা

কাঠমান্ডু, ৪ মে (হি.স.): অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। "বিমানবন্দর সম্পূর্ণ নিরাপদ", এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঘরোয়া উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছে। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম নাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়েছে। অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল বিল্ডিংয়ে সন্দেহজনক বস্তু দেখা গিয়েছে, বুধবার সকালে কেউ একজন ফোন করে এমনটাই জানায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে। তৎক্ষণাৎ অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল বিল্ডিং থেকে সমস্ত যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। পরে জানানো হয় বিমানবন্দর সম্পূর্ণ নিরাপদ। তারপরই উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়েছে।

ফের ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষা উত্তর কোরিয়ার

পিয়ং ইয়াং, ৪ মে (হি. স.): মার্কিন হুঁশিয়ারি উড়িয়ে ফের অস্ত্র পরীক্ষার পথে হাঁটল উত্তর কোরিয়া। বুধবার ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষা চালাল কিম-জং-উনের দেশ। জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশটি অস্ত্র পরীক্ষার দ্রুত গতি অব্যাহত রেখেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীও জাপান সাগরে একটি অজ্ঞাত মিসাইল উৎক্ষেপণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গত কয়েক মাস ধরে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এরই মাঝে আমেরিকার নৌসেনা বিশাল নৌহবর নিয়ে উপস্থিত হয় কোরিয়া পেনিনসুলার কাছে। চিনও তাদের নৌবহর নিয়ে তৈরি হয় দক্ষিণ চিন সাগরে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই বিভিন্ন দেশের তরফে উত্তর কোরিয়াকে বার বার সতর্ক করার সত্ত্বেও তারা পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা জারি রেখেছে।

কোপেনহেগেন তিন দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর, দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা

কোপেনহেগেন, ৪ মে (হি.স.) : ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার তিন দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ডেনমার্ক সফরের শেষ দিন, বুধবার প্রথমে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোরের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত ও নরওয়ের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এরপর আইসল্যান্ড ও সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে আইসল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাটরিন জ্যাকবসডোতিরের সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী ম্যাগডালেনা অ্যান্ডারসনের সঙ্গেও।

একদিনে মৃত্যু বেড়ে ৭২, করোনার প্রকোপে জর্জরিত দক্ষিণ কোরিয়া

সিওল, ৪ মে (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু কখনও কমছে কখনও আবার বাড়ছে। তবে, নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৯ হাজারের বেশি মানুষ, আগের দিনই দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫১,০২০ জন। মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায়, একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৭২ জনের। দক্ষিণ কোরিয়ার স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪৯ হাজার ০৩৮ জন। মঙ্গলবার সারাদিনে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭২ জন কোভিড-সংক্রমিত রোগী। কতজন সুস্থ হয়েছেন সে বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি। দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে ৪৯ হাজার ০৩৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৩৯৫,৭৯১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৩,০৭৯ জনের। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে ৪৩২ জনের অবস্থা গুরুতর।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য, লাউডস্পিকার ব্যবহার করে শান্তির মুখে মুম্বইয়ের ১৩৫টি মসজিদ

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.): সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সকাল ৬টার আগে লাউডস্পিকার ব্যবহার করার জন্য শান্তির মুখে মুম্বইয়ের ১৩৫টি মসজিদ। বুধবার মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মুম্বইয়ে মোট ১ হাজার ১৪০টি মসজিদ রয়েছে, যার মধ্যে ১৩৫টি মসজিদ বুধবার সকাল ৬টার আগে লাউডস্পিকার ব্যবহার করেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা এই ১৩৫টি মসজিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

মুম্বইয়ে ১৩৫টি মসজিদ শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অমান্য করলেও, মহারাষ্ট্রের পুণে-তে অধিকাংশ মসজিদ সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে চলছে বলে জানিয়েছেন পুণে-র পুলিশ কমিশনার অমিতাভ গুপ্তা। বুধবার তিনি বলেছেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অনেক মসজিদ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসরণ করে স্বেচ্ছায় লাউডস্পিকারে সকালের আজান বাজায়নি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শহর জুড়ে ২৫০০ সুরক্ষা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।' এদিকে, লাউডস্পিকারে হনুমান চালিশা বাজানোর অভিযোগে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার কমপক্ষে ২৫০ জন কর্মীকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, পুণে-র খালকার হনুমান মন্দিরে মহা আরতি করার অভিযোগে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার সেক্রেটারি অজয় শিন্ডে-সহ ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

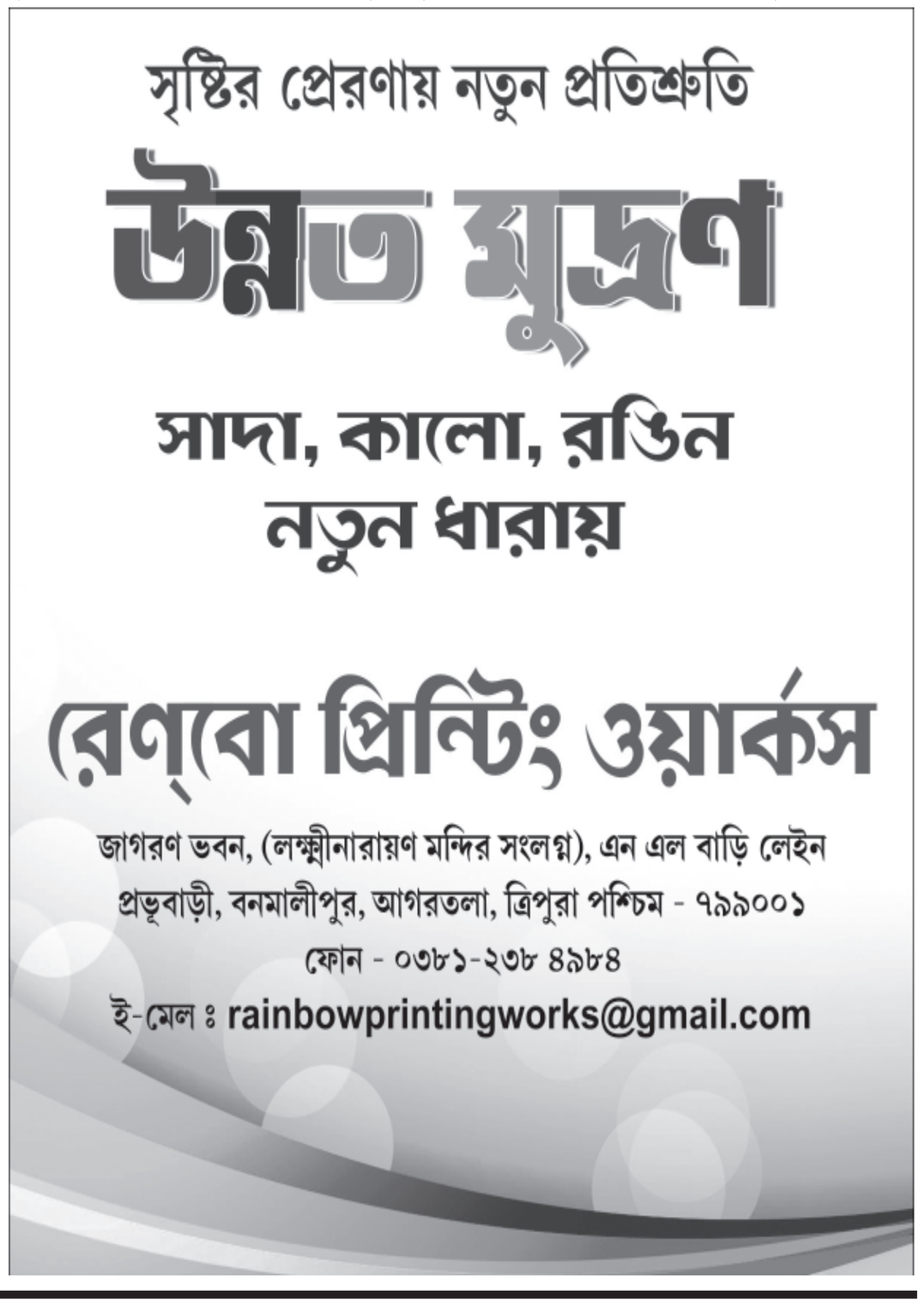

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

এই ১০টি সুপার কুল গ্যাজেট আছে? আপনার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে গরম

গরম বাড়ছে মাত্রা ছাড়িয়ে। এরই মধ্যে রোজের কাজ, ঘরে বাইরে। যাঁরা সারাদিন বাড়ির বাইরে কাটান কাজের জন্য তাঁরা ব্যবহার করতে পারেন এই ১০ ধরনের ব্যক্তিগত কুলিং গ্যাজেট। ছোট অথচ, দারুন কাজের। দেখে নিন তালিকা।

পোর্টেবল মিনি নেক ফ্যান - আসলে এটি একটি নেক ফ্যান । ব্লু-টুথ হেডফোনের মতো কমপ্যাক্ট নেকব্যান্ড ধরনের ব্যাটারি চালিত এই যন্ত্রটি সরাসরি মুখের উপর হাওয়া দেয়। রিচার্জেবল ব্যাটারি এবং ফ্যান গতি নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাও রয়েছে। এত ছোট যে ট্রেনে বা বাসে একটু বসতে পেলেই ব্যবহার করা যায়। পোর্টেবল ফ্যান - পকেটে করেই নিয়ে ঘোরা যায় এই ফ্যান। এর পোর্ট যে কোনও স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা পাওয়ারব্যাঙ্কের সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলা যায়। ফলে দারুন কাজে আসে যে কোনও জায়গায়। হিউমিডিফায়ার - শুকনো রুক্ষ এলাকায় যাঁদের বাস, বা কাজের জন্য থাকতে, তাঁদের ক্ষেত্রে -চালিত পোর্টেবল হিউমিডিফায়ার একটি দুর্দান্ত ডিভাইস। এটি স্মার্টফোনের চার্জিং পোর্ট ব্যবহার করেই চলতে পারে।

সাধারণ ফ্যানের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর। এর সঙ্গে থাকে একটি ছোট জলের ট্যাঙ্ক। সেই ট্যাঙ্কটি ভরে নিলেও নিজের মতো স্প্রে করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত এয়ার কুলার - এটির কাজ একেবারেই সাধারণ কুলারের মতো। তবে এর আকার বহনযোগ্য বা পোর্টেবল। এ ধরনের এয়ার কুলারে থাকে একটি আইস চেম্বার বা জলের ট্যাঙ্ক। এদের ক্ষেত্রেও কুলিং-এর গতি বাড়ানো কমানো যায়। কোনও কোনও এয়ার কুলারে হিউমিডিফায়ারও থাকে।

মিনি রেফ্রিজারেটর - দারুন গরমে জল সঙ্গে রাখা খুব জরুরি। কিন্তু সেই জলও গরম হয়ে যেতে পারে উত্তাপে। তাই ব্যবহার করা যেতে পারে মিনি রেফ্রিজারেটর। ব্যাটারি ছাড়া, শুধু মাত্র পার্ট ব্যবহার করেই চালানো যায় এই রেফ্রিজারেটর। ঠান্ডা রাখা যায় একটি মাত্র বোতল। গাড়ির জন্য রেফ্রিজারেটর - এ ধরনের ছোট রেফ্রিজারেটর আকারে ও আয়তনে নানা রকমের হয়। প্রয়োজনে এগুলি সিটে রেখে হাতল বা আর্ম রেস্ট হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। গাড়ির ১২ঝ সকেট দিয়েই চালানো সম্ভব এগুলি।

শুধু ঠান্ডা নয়। এই রেফ্রিজারেটর আবার প্রয়োজনে গরমও রাখে। মিনি বিউটি ফ্রিজ - মেকআপ সব সময় ঠান্ডা এবং শুকনো জায়গায় রাখতে হয়। যে পরিমাণ গরম পড়েছে তাতে সাজের জিনিস পত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। তাই রয়েছে বিউটি ফ্রিজ। নেলপলিশ, লিপস্টিক থেকে সেরাম, ক্রিম, ময়েশচারাইজার, টোনার সব কিছুই রাখা যাবে এতে। সোলার ক্যাপ - আসলে এ ধরনে টুপিগুলিতে বসানো থাকে ছোট ছোট পাখা। যা মুখের উপর হাওয়া দেয়।

আর এর বিশেষত্ব হল সৌর প্যানেল। ফলে কেউ এই টুপি পরে রাস্তায় বেরলেই সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসে প্যানেলে বিদ্যুত উতপন্ন হয় আর পাখা ঘুরতে শুরু করে। ব্যাটারি চালিত পোর্টেবল জুসার - কোথাও বেড়াতে গেলে বা কাজে গেলেও সঙ্গে রাখা যেতে পারে এ ধরনের পোর্টেবল জুসার। গরমে এক গ্লাস ফলের রস শরীর মন তাজা করে দেবে। বিশেষ কফি কাপ - এ ধরনে সেলফ স্টরিং কফি মগ। যাতে ঠান্ডা বা গরম কফি বানান যায়। দুধ আর কফি দিয়ে দিলে নিজেই বানিয়ে দেবে মগটি।

তাপপ্রবাহের হাত থেকে ত্বককে বাঁচাতে কত হবে সানস্ক্রিনের এসপিএফ?

তাপমাত্রা ৪০ ছুঁইছুঁই। এর সঙ্গে চলছে তাপপ্রবাহ। বাড়ির বাইরে পা রাখা দায় হয়ে উঠেছে। আগামী তিন দিনেও যেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, সেখানে নিজেকে সুস্থ রাখা এবং ত্বকের যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। হাইড্রেশন এখানে প্রথম ও প্রধান বিষয়। এর গরমে আপনার শরীর যদি হাইড্রেটেড থাকে তাহলে একাধিক সমস্যা কমে যাবে।

প্রয়োজন না থাকলে দুপুর ১১-৪ টের মধ্যে বাড়ির বাইরে বেরোতে মানা করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এর পরেও যদি বাইরে বের হতে হয় তাহলে ত্বকের বিশেষ খেয়াল রাখা জরুরি। প্রখর রোদে বাইরে বের হলে ত্বকের জ্বালাভাব, ট্যান পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় সানস্ক্রিন ছাড়া আর কোনও গতি নেই বলে দাবি জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা। রোজকার রূপচর্চায় ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় হল সানস্ক্রিন। সানস্ক্রিন আমাদের সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে। বলা ভাল ত্বকের হাতিয়ার এই সানস্ক্রিন। সানস্ক্রিন বিভিন্ন এসপিএফ-এ পাওয়া যায়। এসপিএফ মানে সূর্য সুরক্ষা সূত্র। উচ্চ এসপিএফ সহ একটি সানস্ক্রিনের অর্থ এই নয় যে এটি আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য সূর্যের রশ্মি থেকে রক্ষা করবে। বরং এর মানে হল এটি অতি বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে আরও সুরক্ষা দেয়। এখন যেহেতু তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে, আপনার উচ্চতর এসপিএফ সহ সানস্ক্রিন ব্যবহার করা উচিত। এই ক্ষেত্রে চেষ্টা করুন ৩০ এসপিএফ-এর চেয়ে বেশি এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করার। আপনি যে সানস্ক্রিনই লাগান না কেন, প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর আপনাকে এটি পুনরায় ত্বকে লাগাতে হবে। সানস্ক্রিন যে শুধু মুখে লাগাবেন তা নয়। মুখের পাশাপাশি পা, পিঠ, কোমর এবং হাতেও সানস্ক্রিন লাগাবেন। এর পাশাপাশি শুধুমাত্র বাড়ির বাইরে বেরোলে যে তখনই সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন এমনটা নয়। বাড়িতে থাকলেও অবশ্যই ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন। শিশুদের জন্য সানস্ক্রিন স্প্রে ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো উপায়। কারণ শিশুরা দীর্ঘ সময় জল ও সূর্যের আলোতে থাকতে পছন্দ করে। এখন যেহেতু স্কুলও খুলে গিয়েছে তাই খুদের যত্নে কোনও অবহেলা করলে চলবে না। এবং তাদের ত্বকে সমান আকারে সানস্ক্রিন লাগানো সহজ নয়। এই ক্ষেত্রে শিশুদের ত্বকে সানস্ক্রিন স্প্রে ব্যবহার করতে পারেন। শিশুদের ত্বকে সানস্ক্রিন ব্যবহার সময় এসপিএফ-এর দিকে খেয়াল রাখুন। ১০ এসপিএফ-এর চেয়ে বেশি এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দুধ পান করলে কি উচ্চতা বাড়ে? নাকি কমে জেনেনিন

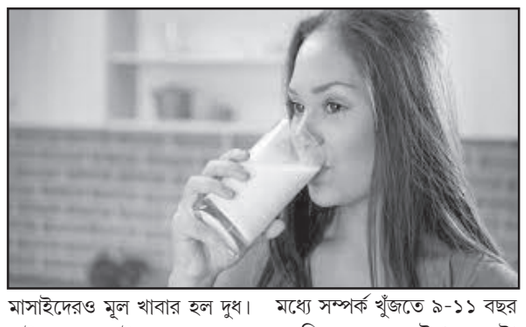

একজন মানুষ লম্বা হবে না কি বেটে, তা অনেকটাই নির্ভর করে জিনগত বৈশিষ্ট্যের উপর। তবে তার জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাসের ধরনও এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। দুধে থাকা একাধিকপুষ্টি উপাদান উচ্চতা বাড়াতে সাহায্য করে। তবে আঠার বছর বয়সের পর মানুষের উচ্চতা তেমন বাড়ে না। তাই এই বয়সে পৌঁছানোর আগেই নিয়মিত দুধ পান করতে হবে। দুধ পান করা সব বয়সীদের জন্যই জরুরি। কারণ এটি শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

দুধের সঙ্গে লম্বা হওয়ার যে সম্পর্ক রয়েছে নেদারল্যান্ডের নাগকিরদের দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েক বছর আগে বিবিসিতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শুধু নেদারল্যান্ড নয়, হল্যান্ডের মানুষরা যে এত লম্বা, তার পিছনেও দুধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই বিজ্ঞান এবং ইতিহাস দুইই প্রমাণ করে যে লম্বা হতে দুধ পান করা বেশ জরুরি। আফ্রিকার বিখ্যাত শিকারিদের গোষ্ঠী মাসাইদেরও মূল খাবার হল দুধ। তাই তো তাদের উচ্চতাও ডাচেদের মতোই ৬ ফুটের কাছাকাছি।

ইজরাইলের হিবরু ইউনির্ভাসিটির করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, লম্বা হওয়ার সঙ্গে দুধ পানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেই গবেষণা চলাকালীন একদল শিশুকে প্রতিদিন দুধ খাওয়ানো হয়েছিল, আরেক দলকে দুধের ধারে কাছেও যেতে দেয়া হয়নি। গবেষণা শেষে দেখা গেছে, যারা দুধ খায়নি, তারা অন দলের শিশুদের তুলনায় প্রায় ১০ সেন্টিমিটার বেটে। দুধে উপস্থিত প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন এবং খনিজ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুধ পান এবং উচ্চতার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে ৯-১১ বছর বয়সি মেয়েদের উপর একটা গবেষণা চালিয়েছিল একদল মার্কিন বিজ্ঞানী। তারা দেখতে চাইছিলেন দুধের সঙ্গে বাস্তবিকই উচ্চতা বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা। বহু বছর ধরে চলা এই গবেষণায় দেখা গেছে, যে মেয়েরা বেশি করে দুধ পান করেছেন তাদের উচ্চতা বেশি বৃদ্ধি পয়েছে বাকিদের তুলনায়।

গর্ভবতী মায়েদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় দুধ থাকলে শিশু লম্বা হবে। ডেনমার্কের একদল গবেষকের করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মায়েরা গর্ভাবস্থায় বেশি বেশি করে দুধ পান করে থাকেন, তাদের সন্তানের হাড়ের গঠন ভালো হয়।

সুগার রোগীদের রেসিপি

মিঠু ঘোষাল

পূর্ব প্রকাশিতের পর

স্পিনাচ পাই- উপাদান - ১কাপ সেদ্ধ পালংশাক কুঁচি আধ কাপ আলুসেদ্ধ মাখা ২টো ডিম ৪ পিস ধার বাদ দেওয়া পাঁউরুটি ৫০গ্রাম মাখন স্বাদমতো নুন মরিচ আধ কাপ চিজ কুরো ১চা চামচ রসুনবাটা ৪টেবিল চামচ পেঁয়াজকুঁচি ২টেবিল চামচ টমেটো সস।

রান্নার পদ্ধাতি ঃ চিজ,মাখন বাদে সব উপকরণ মেখে মাখন মাখানো বেকিং ডিশে ঢেলে ওপরে চিজ কুরো দিয়ে ১৮০০ সেন্টিগ্রেডে বেক করুন।

আইসক্রিম স্যান্ডউইচ

উপাদান -১ প্যাকেট গুড ডে বিস্কিট ৪কাপ ভ্যানিলা আইসক্রিম সাজানোর জন্য জেমস, বাদাম, ফ্রেশক্রিম।

রান্নার পদ্ধাতি - ২টো করে বিস্কিটের মাঝে ১ইগি পুরু করে আইসক্রিম দিয়ে ধারগুলো ছুরি দিয়ে সমান করে কেটে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে ডিপ ফ্রিজে কয়েক ঘন্টা রেখে বেশ জমে গেলে ফয়েল থেকে বের করে ফ্রেশ ক্রিম,জেমস, বাদাম দিয়ে সাজান।

ফুট মকটেল

উপাদান - আধ কাপ করে আম ও আনারসের টুকরো এবং কালো আঙুর, ম্যাঙ্গো, গেপ, পাইন অ্যাপেল জুস কয়েকটি আইস কিউব।

রান্নার পদ্ধতি ঃ প্রথমে ফলগুলোকে ডিপফ্রিজে জমান। তারপর ফ্রোজেন আমের টুকরোগুলোর সঙো ম্যাঙ্গোজুস মিশিয়ে, তাতে দুটো,তিনটে আইসকিউব দিয়ে মিক্সিতে দিয়ে একটা মোটা স্তর বানিয়ে গ্লাসে ঢেলে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। এবার, ফ্রোজেন কালোআঙুরের সঙ্গে গপজুস মিশিয়ে, তাতে দুটো, তিনটে আইসকিউব দিয়ে মিক্সিতে দিয়ে একটা মোটা স্তর বানিয়ে গ্লাসটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে এনে গ্লাসে আমের স্তরটার ওপর ঢেলে ডিপ ফ্রিজে রাখুন। এরপর, ফ্লোজেন আনারসের দিয়ে মিক্সিতে দিয়ে একটা মোটা স্তর বানিয়ে গ্লাসটাকে ফ্রিজ থেকে বের করে এনে গ্রাসে কালোআঙুরের স্তরটার ওপর ঢেলে ওপরে একটা পুদিনাপাতা সাজিয়ে দিন।

উপাদান - ওটি সেপ আলু আধ কাপ করে অল্প সেদ্ধ করা কড়াইশুঁটিমিহি করে কুঁচানো গাজর,বিনস ২টেবিল চামচ পেঁয়াজ ১চামচ চাট মশলা প্রয়োজন অনুযায়ী নুন

রানার পদ্ধাতি - ওটি সেপ আলুকে গ্রেট করুন। আধ কাপ করে অল্প সেম করা কড়াইশুঁটি, মিহি করে কুঁচানো গাজর,বিনস কুঁচি,ভেজে অর্ধেক গুঁড়ো করা চিনা বাদাম,২টেবিল চামচ পেঁয়াজ,১চামচ চাট মশলা, নুন চটকে গোল করে চাটুর গরম সাদা তেলে দিয়ে দুপিঠ লাল করে ভাজুন।

কচুরি

উপাদান- ৪টি সেপ আলু ১কাপ করে সুজি,ময়দা রান্না করা কাবলি চানা ১কাপ পাপড়ি ১টেবিল চামচ ধনেপাতার চাটনি ২কাপ ফেটানো টকদৈ সেও ভাজা ২টেবিল চামচ লেবুর রস

রান্নার পদ্ধাতি - ১কাপ করে সুজি, ময়দাদরকার মতো নুন,লংকা গুঁড়োজল মেখে লেচি কেটে বড় করে বেলে গরম তেলে ফোলা ফোলা করে ভেজে ৪টি সেপ আলুকে টুকরো করে,তার সঙ্গে রান্না করা কাবলি চানা,১কাপ পাপড়ি, ১টেবিল চামচ ধনেপাতার চাটনি নিন। কচুরি নিন। মাখাটা হাত দিয়ে ভাঙ্গুন। ভেতরে আলু সেপচানা দিন। ধনেপাতার চাটনি,পাপড়ি হাত দিয়ে ভেঙ্গে দিন। ২কাপ ফেটানো টকদৈ,সেও ভাজা, ২টেবিল চামচ লেবুর রস, আমসত্ত- খেঁজুরের চাটনি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ

উপাদান - ৪ শ্লাইস শক্ত ধার কেটে নেওয়া ও মাখন লাগানো পাউরুটি

আধকাপ মিহি করে কোরানো গাজর ১টা লেটুসপাতা কুচি প্রয়োজনমতো নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, মাস্টার্ড স্যস।

রান্নার পদ্ধতি ঃ লেটুস,গাজরে নুন,গোলমরিগুঁড়ো, মাস্টার্ড স্যস মাখিয়ে দুস্লাইস পাউরুটির মধ্যে ঢুকিয়ে ১০ মিনিট গ্রিল করুন।

গাজরের ঠান্ডা স্যুপ

উপাদান - ১টা খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করা মাঝারি আকৃতির গাজর। ২ কাপ করে ভেজিটেবল স্টক, জল, আধ কাপ পেঁয়াজকুঁচি

আধ চা চামচ কশুন কুঁচি ১ চা চামচ গোল মরিচ তেতো ২ চা চামচ ফ্রেশ ক্রিম ২ টেবিল চামচ মাখন প্রয়োজন অনুযায়ি নুন রান্নার পদ্ধাতি - কড়াইয়ে মাখন গরম করে গাজর,রশুন, পেঁয়াজ ভেজে নিন। ২ কাপ জলে ও স্বাদমতো নুন দিয়ে গাজর সেদ্ধ করে নিন। ঠান্ডা হলে গাজর মশলা সমেত ১ কাপ গাজর সেপর জল দিয়ে মিকসিতে পিউরি বানিয়ে তাতে ভেজিটেবল স্টক, গোলমরিচ থেঁতো দিয়ে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে ফ্রেশক্রিম মেশান। কিছু রোগের পথ্য,অপথ্য

- ডায়াবেটিকরা মিষ্টি,মধুজ্যাম, জেলি,গুড়,তাল মিছরি, আইসক্রিম,কেক, পেস্ট্রি,কোল্ড ড্রিংক, ঘি, মাখন, বনস্পতি, গ্লুকোজ জল,মিষ্টি, রসালো ফল(আম,লিচু) মিষ্টি শুকনো ফল (কিসমিস,খেঁজুর, পেস্তা, কাজু,নারকেল) ,আখ/ফলের রস বাদ দিন। কলা,বেল,বেদানা,আতা,আঙুর, কাঠাল,সবেদা, আনারস, ন্যাসপাতি,কুমড়ো, পেঁয়াজ, আদা,মাটির নীচের কন্দ জাতীয় খাবার (আলু, রাঙাআলু,ওল, কচু,বীট,গাজর,মূলো)কম খান। ট্যাঁড়স খান। কালো জাম খান। করোলার খোসা উপকারী। রস বের করে খাওয়া ছাড়াও আটায় মিশিয়ে রুটি বানানো যায়। গরম জলে হাফ চা চামচ জিরেগুঁড়ো দিয়ে খান।

- পেটের সমস্যায় বেশী ভুগলে শাঁক জাতীয় লিফি ভেজিটেবলস্ফাইবারযুক্ত সবজি কম খান। খই ও সুজি খাবেননা। কচি ডাবের জল দিন।

সুসিদ্ধ ভাত, মাগুর, সরপুঁটি, বাটা মাছ, জ্যান্ত পোনা মাছ, কম চর্বিযুক্তমিষ্টি জলের মাছ এবং কীচকলা, পটোল, কুমড়ো, আলুর ঝোল লাঞ্চে খান।

লাঞ্চও ডিনারে গাজর,আলু দিয়ে রীধা (সুসিদ্ধ) মুরগীর মাংসের পাতলা ঝোল বা স্যুপ খেলে খুব তাড়াতাড়ি পেটের রোগ সেরে যাবে। ১লিটার ফুটিয়ে ঠান্ডা করা জলে ওআরএসের প্যাকেট গুলে দিনাঅতিরিক্ত

আম খেয়ে গরমে পেটে সমস্যা হলে আদা শুকনো, জিরে, অল্প সৌবর্তল নুন

জলে মিশিয়ে পান করুন।

মহৌষধ।

অম্বল হলে ঠান্ডা দুধ, ভ্যানিলা আইসক্রিম.ডাবের জল,সাধারণ জল, লেবু- চিনির শরবৎ খান বা আদা চিবোন। অম্বলের ধাত থাকলে সকালে ২গ্লাস জল খান। ১০টি করে তুলসী চিবোন।

ফলের রস খালি পেটে খাবেননা।

তেল,মশলা খেলে ১ গ্লাস গরম জল খান। - অর্শ থাকলে উচেছ, করলা প্রভৃতির বীচি,চানাচুর ইত্যাদি খাবেননা। পাকা পেঁপে খান। - খুব রোগারা দুধ/রেডমিট, স্পাইসি খাবারও খান। রাতে ৪টি করে কাজু, কিসমিস,ছোলা ভিজিয়ে রেখে সকালে খেয়ে জলটাও ছেঁকে খান -কিডনিতে স্টোন থাকলে ট্যাঁড়স) টমেটো এড়িয়ে যান।

পাকা আম খান। - ফৌড়া হলে টক, রসালো খাবার অ্যানিম্যাল প্রোটিন, তেল মশলা বাদ দিন। - কোলাইটিস হলে ছিবড়ে জাতীয় জিনিস,চা, কফি, আযালকোহল,মদ বাদ দিন। তেল,মশলা,চর্বি কম খান। ছানা, পাতলা দুধ, মুগ/মুসুর ডালের জুস, পেঁপে, লাউ চালকুমড়োর তরকারি খান। - ইউরিক অ্যাসিভ হলে বাঁধাকপি, ঢ্যাঁড়শ,শাক টমেটো বাদ দিন।

-হাই ব্লাড প্রেসার থাকলে দিনে ২/৩ গ্রামের বেশী নুন খাবেননা। পিচফল, কলা প্রভৃতি পটাশিয়ামযুক্ত ফল খান। দুধ/জল, ব্ল্যাক টি, ব্ল্যাক কফি, গরম কোকো, গ্রিন টি ও তরমুজ ব্লাড প্রেসার কমায়। পাঁপড়, চিপস, কৌটোবন্দী মাংস-মাছ, আচার, মাখন, নোনতা বিস্কুট ইত্যাদি নোনতা জিনিস থেকে দূরে থাকুন। ব্লাড প্রসারের ওষুধের সাথে বেদানা/ডালিমের রস খাবেননা। -হাড়ের অসুখ প্রতিরোধে চাল,গম.ভুট্টা,ডিম, দুধ,দুধের তৈরী জিনিস)টমেটো, কুমড়ো,সবুজ সবজি ছোট থেকে খান। সাদা ময়দা,ভাজা, ফাস্ট ফুডচর্বিযুক্ত মাংস কম খান। অস্থিক্ষয়ের ক্ষেত্রে আঙুর উপকারী।

- পটোল, ফুলকপিহোক্ষা করে রাধা), বাঁধাকপিকৌচা বা অল্প করে রাঁধা), দৈ ক্যানসার প্রতিরোধক।

ত্বকের ক্যানসার, অ্যানিমিয়ার জন্য ১কাপ টমেটোর রসে ১টা পাতিলেবুর রস দিয়ে খান।

শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা থাকলে পিঁয়াজ খেলে উপকার হবে।

- হার্টের অসুখের জন্য বিটা ব্লকার জাতীয় ওষুধ খেলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কলা খাবেননা।

ট্যাঁড়স খান। হার্ট সাজারির পর মাছ, ফল, শাক সব্জি, লো সপ্ট খান। বাজারের ফ্রুটজুস, প্রোসেসড ফুড, সস, আচার, কাঁচানুন বাদ দিন। হিমোগ্লোবিন কম থাকলে কুলেখাড়ার রস খান। দুধকে দুবার ফুটিয়ে তৃতীয় বারের ক্ষেত্রে খেজুর দিয়ে ফুটিয়ে খান। শুধু খেঁজুরও খুব উপকারী।

- ওজন কমাতে পালং ও অন্যান্য শাক খান। নিউমোনিয়া হলে কমলালেবু খান। জন্ডিসে ডালিম উপকারী। - মূত্রজনিত সমস্যায় মিষ্টি কুমড়ো উপকারী। হরমোনজনিত সমস্যায় পাকা পেয়ারা উপকারী। অনিদ্রা থাকলে শুষনিশাক খান। রোজ খান আম। কে কী খাবেন কে কী খাবেনন ভাতের ফ্যান ডায়ারিয়া,ডিহাইড্রেসনের পক্ষে উপকারী।

পান্তাভাত শরীরের পক্ষে উপকারী।

আতপ চালের তুলনায় সিদ্ধচাল বেশী পুষ্টিকর। তবে সবচেয়ে বেশী উপকারী হচ্ছে ডেঁকিছাটা চাল।

রাইস ব্র্যান রোজ খেলে কিডনিতে পাথর জমেনা। ব্রেস্ট ক্যানসার থেকে বাঁচতে ব্রাউন রাইস সেদ্ধ করে জলটা খান। - মুড়ি ভাত,রুটির বিকল্প খাবার হিসাবে ভালো। মুড়ি সহজপোচ্য,রুচিকর। বদহজম, পেটখারাপ, প্রচন্ড গরমে হিটস্ট্রোক থেকে রক্ষা পেতে চিড়ে খুব উপকারী। পেট সাফ করতে, মেদবৃদ্ধি ঠেকাতে, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাজ

দেয় খই। পাউরুটির বদলে রুটি খান। ময়দার বদলে আটা খান। প্রেসার কুকারে ডাল রাঁধলেও তাতে যেন দানা না থাকে, পেস্ট হয়ে যায়। ঘন ডালের বদলে পাতলা ভাল খান। খেসারির ডাল বেশী খেতে নেই। সবচেয়ে ভালো মুগ ডাল। মুগ ডাল ত্যাপেন্ডিসাইটিস, ওবেসিটি, মাথাব্যথা সারায়। মুসুর/ছোলা ডালও ভালো। ছোলা ভাল ডায়াবেটিসে উপকারী। মুসুর ভাল রক্তাল্পতা, বদহজম, ডায়াবেটিস দূর করে। **ক্রমশ**

বিশেষ নিবেদন

এই প্রবন্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার বক্তব্য, পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্রের কোনওটারই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকের অথবা প্রকাশকের নয়। চিকিৎসা করান নিজের মত অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের মতামত অতি অবশ্যই গ্রহণ করুন।

চাক-হাও ক্ষীর কালো চালের পায়েস

শেফ মনু

এটি একটি খাঁটি মণিপুরি চক-হাও খির যা কালো চালের পায়েস নামেও পরিচিতো। এই পায়েস খেতেও অসাধারণ লাগে চলুন বাড়িতে একে আজ বানিয়া ফ্যালি।

প্রস্তুত সময় - ৩০ মিনিট

পরিবেশন - ২ জন এর জন্য

১. এছাড়াও আপনি অতিরিক্ত বাদাম যেমন বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।

২.আপনি কিছু নারকেল ক্রিম এবং কাটা পাকা আম দিয়েও ডেজার্টের উপরে রাখতে পারেন।

উপকরণ;- ১ কাপ কালো চাল,২ কাপ দুধ,২ কাপ জাল ,২ তেজপাতা ৩ টি এলাচ,৮-১০ টি কাজু এবং কিসমিস ১ কাপ চিনি,১/২কাপ মাওয়া ,২-৩ তে পেস্তা গার্নিশের জন্য নির্দেশনা / প্রস্তুতি কালো চাল ধুয়ে অন্তত ৩০-৬০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন অথবা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। কালো চাল ভিজিয়ে রাখলে এটি দ্রুত রান্না হতে সাহায্য করে।

খির/পুডিং তৈরি করা - প্যানে জল ঢালুন এবং তা ভালো করে ফুটতে দিন। - এবার তাতে তেজপাতা, এলাচ, ভেজানো চাল দিয়ে ১৫-২০ মিনিট ফুটতে দিন। - কালো চালটি ফুটে একটু ঘন হয়ে এলে তাতে দুধে ঢালুন, এবার কাজুগুলি দিন ও নাড়ুন এবং এটিকে মাঝারি আঁচে রান্না হতে দিন। যাতে দুধ প্যানে লেগে না যায় তার জন্য তা আলতো করে নাড়তে থাকুন।

- দুধ প্রায় ৭৫ কমে গেলে, ও চাল সেদ্ধ হয়ে গেলে, তারপরে চিনি, মাওয়া যোগ করুন এবং আলতো করে নাড়তে থাকুন।

- প্রয়োজন অনুযায়ী পেস্তা দিয়ে টপ করে গরম অথবা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন।

বুধবার ১২ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে কাপড় ও মিষ্টি বিতরণ করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি ঃ নিজস্ব

দরিদ্র ও সবচেয়ে দুর্বলদের চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.): দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে দুর্বলদের চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার। ফের জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার গৌরবময় প্রতিশ্রুতি হল কাউকে পিছিয়ে না রাখা।' বুধবার ভিডিও বার্তায় দুর্যোগ স্থিতিস্থাপক পরিকাঠামো (সিডিআরআই) ২০২২-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার গৌরবময় প্রতিশ্রুতি হল কাউকে পিছিয়ে না রাখা। এই কারণেই আমরা দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে দুর্বলদের চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাঁদের আকাঙ্খাগুলি উপলব্ধি করার জন্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'পরিকাঠামো মানে শুধুমাত্র মূলধন সম্পদ তৈরি করা নয়, বিনিয়োগের উপর দীর্ঘমেয়াদী রিটার্ন তৈরি করাও নয়। এটি কোনও সংখ্যার বিষয় নয়। এটি টাকার বিষয়ও নয়। এটি মানুষের বিষয়। এটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে উন্নত মানের, নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই পরিষেবা প্রদানের বিষয়।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আড়াই বছরের অল্প সময়ের মধ্যেই সিডিআরআই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে এবং মূল্যবান অবদান রেখেছে।'

দেশদ্রোহিতা মামলায় জামিন পেলেন নভনীত ও রবি, একাধিক শর্ত আরোপ আদালতের

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.) : শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন মহারাষ্ট্রের সাংসদ নভনীত রাণা ও তাঁর স্বামী বিধায়ক রবি রাণা। দেশদ্রোহিতা মামলায় বুধবার বেশ কিছু শর্তে নভনীত ও রবিকে জামিন দিয়েছে মুম্বইয়ের দায়রা আদালত। নভনীত ও তাঁর স্বামীকে তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশকেও নির্দেশ দিয়েছে আদালত, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টার আগাম নোটিশ জারি করতে হবে উভয়কে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের বাসভবনের বাড়ির হনুমান চালিশা পাঠ করার চেষ্টার জন্য নভনীত রাণা ও তাঁর স্বামী রবি রাণার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের হয়। অভিযোগ, তাঁরা সাম্প্রদায়িক হিংসা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে বুধবার ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে নভনীত রাণা ও তাঁর স্বামী রবি রাণাকে জামিন প্রদান করেছে মুম্বইয়ের দায়রা আদালত। একইসঙ্গে বেশি কিছু শর্ত আরোপ করেছে আদালত। নভনীত ও রবির আইনজীবী রিজওয়ান মার্চেন্ট জানিয়েছেন, 'নভনীত ও রবিকে জামিন দিয়েছে আদালত। বেশি কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাঁদের তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। তাঁদের ২৪ ঘণ্টার আগাম নোটিশ জারি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।' আইনজীবী আরও জানিয়েছেন, 'আরেকটি শর্ত হল প্রমাণ টেম্পারিং করা যাবে না। মিডিয়াকে কোনও রকম সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন না তাঁরা।'

ময়নাগুড়ি ধর্ষণ: আইপিএস-এর নজরদারিতে তদন্ত, নির্যাতিতার বাবাকে নিরাপত্তার নির্দেশ হাই কোর্টের

কলকাতা, ৪ মে (হি. স.) : সিবিআই নয়, এক আইপিএস আধিকারিকের পর্যবেক্ষণে ময়নাগুড়ির নাবালিকা নির্যাতনের তদন্ত হবে। বুধবার এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট।

কোন আধিকারিকের নেতৃত্বে তদন্ত হবে, তা পরে জানানো হবে। এদিন নির্যাতিতার বাবাকে নিজের চেম্বারে ডেকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। তার পরই নির্যাতিতার পরিবারকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। গত ২৫ এপ্রিল টানা ১২ দিনের লড়াইয়ে ইতি পড়ে। মৃত্যু হয় ময়নাগুড়ির নির্যাতিতার। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ছিল নাবালিকা। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ওই নির্যাতিতাকে ১৪ এপ্রিল আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল। যৌন নির্যাতনের পর হুমকি দেওয়ায় আগুনে লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নাবালিকা বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর, বিচারপতিতে নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন, সিবিআই কী, তার কাজ কী, সেবিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। বরং স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে বলেছিলেন পুলিশ ভাল কাজ করছে। তাই সিবিআইয়ের প্রয়োজন নেই। নির্যাতিতার বাবা আরও জানান,"মূল অভিযুক্তের ভাই শাসকদলের নেতা। যেহেতু মূল অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়েছে তাই সিবিআই তদন্তের দরকার নেই।" এর পরই নয়া নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ। রাজ্য এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দেন, নির্যাতিতার বাবার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখতে হবে, যাতে নির্যাতিতার পরিবারকে কোনওরকম হুমকি বা চাপ দেওয়া না হয়। এর পরই তিনি নির্দেশ দেন, কোনও একজন আইপিএস আধিকারিকের পর্যবেক্ষণে গোটা ঘটনার তদন্ত হবে। আধিকারিকের নাম পরে জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়িতে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে যুবক অজয় রায়ের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তার পোশাক ছিঁড়ে গোপনাঙ্গে হাত দেয় বলে অভিযোগ। নাবালিকার চিৎকারে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। তখন পরিবার ময়নাগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তবে আদালত থেকে জামিন পেয়ে যায় অভিযুক্ত। তারপর থেকে ক্রমাগত হুমকি আসতে শুরু করে। যার জেরে নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে নির্যাতিতা।

বৃহস্পতিবার থেকে দুদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৪ মে (হি.স.) : বৃহস্পতিবার থেকে দুদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দুদিনের সফরে কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জান গিয়েছে। তিনি বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় পশ্চিমবঙ্গের ফ্লোটিং বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি) সুতলুজে ভাসমান বোট অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রা সূচনা করবেন।

পরে তিনি মৈত্রী জাদুঘরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং সকাল ১১:৪৫ টায় রাজ্যের হরিদাসপুর বিওপিতে প্রহরী সম্মেলনে যোগ দেবেন। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিনব্যাপী ব্যস্ততা শেষ হবে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট স্পোর্টস গ্রাউন্ডে সন্ধ্যা ৬:১৫ টায় একটি জনসভায় অংশ নেবেন। আগামী শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিন বিঘা পরিদর্শন করবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার বিওপি ঝিকাবাড়িতে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরে কলকাতার হোটেল ওয়েস্টিনে শুক্রবার দুপুর ২টায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ, বিধায়ক এবং রাজ্যের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সন্ধ্যা ৬ টায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দুদিনের রাজ্য সফরের শেষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমাপ্তি হবে।

যমুনোত্রী যাওয়ার পথে অঘটন! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ৩ পুণ্যার্থীর

উত্তরকাশি, ৪ মে (হি.স.): মঙ্গলবারই পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল যমুনোত্রী মন্দিরের কপাট। যমুনোত্রী মন্দির যাওয়ার পথে ওই দিনই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন বয়স্ক পুণ্যার্থী। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। বুধবার জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিসার দেবেন্দ্র পাটওয়াল জানিয়েছেন, জানকিচাট্টি থেকে যমুনোত্রী মন্দির যাওয়ার পথে ৩ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

মৃতদের বাড়ি উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে। মৃত ৩ পুণ্যার্থীর নাম-উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগর জেলার বাসিন্দা অনিরুদ্ধ প্রসাদ জয়সওয়াল (৬৫), রাজস্থানের দুঙ্গারপুরের বাসিন্দা কৈলাশ চৌবাসিয়া (৬৩) ও মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের বাসিন্দা শাকুন পরিহার (৬৩)। তাঁদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জওয়ানের মৃত্যু, অভিযান জারি

নারায়ণপুর, ৪ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত নারায়ণপুর জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারালেন জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর একজন জওয়ান। নারায়ণপুরের পুলিশ সুপার সদানন্দ কুমার জানিয়েছেন, মুঙ্গারি গ্রামের কাছে গভীর জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন একজন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। অভিযান জারি রয়েছে।

নারায়ণপুরের পুলিশ সুপার সদানন্দ কুমার জানিয়েছেন, বুধবার নারায়ণপুর জেলায় মুঙ্গারি গ্রামের কাছে গভীর জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হয় ডিআরজি জওয়ানদের। বিশেষ অভিযানের সময় শুরু হয় এই এনকাউন্টার। গুলির লড়াই চলাকালীন মাওবাদীদের গুলিতে একজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। অভিযান এখনও জারি রয়েছে।

রাজস্থানের বিকানের-এ পিকআপ জীপ উল্টে মৃত ৩, আহত কমপক্ষে ১২ জন

জয়পুর, ৪ মে (হি.স.): রাজস্থানের বিকানের জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি পিকআপ জীপ। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বছর ৫৪-এর এক পৌঢ় ও তাঁর নাতি ও নাতনির। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১২ জন। বুধবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিকানের জেলার বীচওয়াল থানা এলাকায়। গাইরসার গ্রাম থেকে বিকানের শহরের দিকে যাচ্ছিল পিকআপ জীপটি।

ওই জীপে কয়েকটি শিশু-সহ একই পরিবারের সদস্যরা ছিলেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য তাঁরা বিকানের শহরের জামাকাপড় কিনতে যাচ্ছিলেন। আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় পিকআপ জীপটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের এবং কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। মৃতদের নাম মাঙ্গিলাল (৫৪), তাঁর নাতি ও নাতনি মোহন রাম (১১) ও সুমন (৯)। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী সচিন পাইলট।

মসজিদের সামনে হনুমান চালিসা, রাজ ঠাকরের বিরুদ্ধে এফআইআর পুলিশের

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.) : মসজিদের সামনে হনুমান চালিসা পাঠ নিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমে উত্তপ্ত হচ্ছে। পুলিশ এবং আদালতের নিষেধ সত্ত্বেও বুধবারও মুম্বইয়ের চারকপ এলাকায় মসজিদের সামনে লাউডস্পিকারে হনুমান চালিসা চালিয়ে দেন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার (এমএনএস) কর্মী-সমর্থকরা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারও নিজের বাসভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন এনএনএস প্রধান রাজ ঠাকরে। বুধবারের মধ্যে মসজিদগুলি থেকে লাউডস্পিকার না সরালে ওই দিন থেকেই মসজিদের সমানে হনুমান চালিসা পাঠ করা হবে লাউডস্পিকারেই। তাঁর এই হুঁশিয়ারির পরই রাজের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে মুম্বই পুলিশ। এমএনএস প্রধানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। গত ১ মে ঔরঙ্গাবাদের এক জনসভা থেকে রাজ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, ৪ মে-র মধ্যে যদি মসজিদগুলি থেকে লাউডস্পিকার সরানো না হয়, তা হলে মসজিদগুলির সামনে হনুমান চলিশা পাঠ করা হবে। জনসাধারণকে সেই পাঠে অংশ নিতে আহ্বান জানান।

৪০ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আরবিআই-এর, বাড়ছে সিআরআরও

মুম্বই, ৪ মে (হি.স.): পলিসি রেপো রেট ৪০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বুধবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, মুদ্রানীতি কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে পলিসি রেপো রেট ৪০ বেসিস পয়েন্ট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরবিআই গভর্নর আরও জানিয়েছেন, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) ৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪.৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরবিআই-এর এই ঘোষণার ফলে ঋণে সুদের হার বাড়তে চলেছে। দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, যে ভাবে দেশে দ্রব্যমূল্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তাতে রাশ টানতেই এই সিদ্ধান্ত। নতুন ঘোষণায় জানানো হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রেপো রেট ৪০ বেসিস পয়েন্ট বাড়িয়ে ৪.৪ শতাংশ করা হয়েছে। ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বৃদ্ধি করা হয়েছে ৫০ বেসিস পয়েন্ট। এর ফলে গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলিকেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে এখন থেকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক কমিটির বৈঠকে এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন কমিটির সদস্যরা। তার পরেই রেপো রেট বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। প্রসঙ্গত, এর আগে একটানা ১১-বার অপরিবর্তিত ছিল রেপো রেট, তিন বছরে এই প্রথম বার রেপো রেট বাড়াল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

মাঝ আকাশে যান্ত্রিক গোলযোগ, অণ্ডালগামী বিমানে ফের বিপত্তি

অণ্ডাল, ৪ মে (হি.স.): ফের মাঝ আকাশে অণ্ডালগামী বিমানে বিপত্তি। রবিবারের পর বুধবার ঘটল একই ঘটনা। বুধবার বেসরকারি সংস্থার একটি বিমান চেন্নাই থেকে অণ্ডালে আসছিল, মাঝ আকাশে হঠাৎ যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। ফলে অণ্ডাল বিমানবন্দরে পৌঁছতেই পারল না ওই বিমানটি। ফিরে গেল চেন্নাইতে। ইঞ্জিনের সমস্যার জেরেই এই বিপত্তি ঘটে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত রবিবার মাঝ আকাশে মুম্বই থেকে অণ্ডালগামী একটি বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে এই রুটের নিয়মিত যাত্রীদের মধ্যে। চরম অনিশ্চয়তার মুখে যাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

একদিনে টিকা পেলেন মাত্র ৪.৭৯-লক্ষাধিক প্রাপক, ভারতে ১৮৯.৪৮-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ৪ মে হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৮৯.৪৮-কোটির গণ্ডি অতিক্রম করল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ২০৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৯,৪৮,০১,২০৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফের অনেকটাই কমে গিয়েছে করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ মে সারা দিনে ভারতে ৩,২৭,৩২৭ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৩,৮৯,৫৫,৫৭৭-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,২৭,৩২৭ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,২০৫ জন।

যোধপুর হিংসার ঘটনায় সতর্ক পুলিশ; ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯৭, জারি কারফিউ

যোধপুর, ৪ মে (হি.স.): রাজস্থানের যোধপুরে হিংসাত্মক ঘটনার প্রেক্ষিতে অতি তৎপর পুলিশ ও প্রশাসন। ইতিমধ্যেই হিংসার ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৯৭ জনকে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যোধপুরে শহরে জারি রয়েছে কারফিউ, কারফিউ জারি থাকবে ৪ মে মধ্যরাত পর্যন্ত। এডিসিপি রঘুনাথ গর্গ জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদেরই বাইরে বেরোনোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) এইচ সিং ঘুমারিয়া জানিয়েছেন, যোধপুরে হিংসার ঘটনায় ৯৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ছোট ও বড় প্রতিটি ঘটনার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। যোধপুরের জেলাশাসক হিমাংশু গুপ্তা জানিয়েছেন, যে এলাকায় কারফিউ লাগু হয়েছে সেই এলাকার সমস্ত স্কুল আগামী দু"দিন বন্ধ থাকবে। তবে, যে সমস্ত স্কুলে বোর্ড পরীক্ষা হবে সেই সমস্ত স্কুল খোলা থাকবে। পরীক্ষা অ্যাডমিট কার্ড দেখিয়ে কারফিউর সময় চলাচল করতে পারবেন ছাত্র-ছাত্ররা। মঙ্গলবারের হিংসাত্মক ঘটনার পর বুধবারও চাপা উত্তেজনা ছিল যোধপুরে।

উজ্জয়িনীর সেবাধাম আশ্রমে খাবারে বিষক্রিয়ায় মৃত দুই, অসুস্থ আরও ৪ জন

উজ্জয়িনী, ৪ মে (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী জেলার আম্বোডিয়ার সেবাধাম আশ্রমে খাবারে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে প্রাণ হারালেন দু"জন। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরও ৪ জন। মৃতদেহের ময়নাতদন্ত ও ভিসেরার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। উজ্জয়িনীর জেলাশাসক আশিষ সিং জানিয়েছেন, রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।মঙ্গলবার দুপুরে খাবার খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন ৬ জন। ওই ৬ জন আশ্রমেই থাকতেন, দু"জনকে ভর্তি করা হয় ইন্দোরের এম ওয়াই হ্যাসপাতালে ও বাকিদের চিকিৎসা শুরু হয় উজ্জয়িনীর হাসপাতালে। মৃতদের নাম-ওমর (২৩) ও লোকেশ (২৬)। তাঁরা আশ্রমের পুরুষ ওয়ার্ডে থাকতেন। সেবাধামের মুখপাত্র সচিন গোয়াল জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে খাবার খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন ৬ জন। তাঁদের মধ্যে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আশ্রমে প্রায় ৭৫০ জন থাকেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সফরসূচিতে পরিবর্তন, বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন অমিত শাহ

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পশ্চিমবঙ্গ সফরসূচিতে কিছুটা বদল হয়েছে, সূত্র মারফত এমনটাই জানা যাচ্ছে। বুধবার রাতেই কলকাতায় আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। সূত্রের খবর, সেই সফরসূচিতে পরিবর্তন ঘটছে। বৃহস্পতিবার, ৫ মে সকালে দিল্লির পালম বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসবেন দমদম বিমানবন্দরে। সেখান থেকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর বিশেষ হেলিকপ্টারে যাবেন উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে। সেখানে বিএসএফ-এর ৮৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি।সূত্রের খবর, এর পর বোটে চড়ে সীমান্তবর্তী এলাকা পরিদর্শন করতে পারেন তিনি। বিএসএফ-এর উচ্চপদস্থ কর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ লাগোয়া ভারত সীমান্ত নিয়ে আলোচনা হতে পারে তাঁর। গত বছর অক্টোবরে বিএসএফ-এর সীমানা বৃদ্ধি করে ১৫ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। সেই সিদ্ধান্তের পর এই প্রথম ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পরে বিএসএফ-এর একটি কর্মসূচিতে কল্যাণী যাওয়ার কথা তাঁর। উত্তরবঙ্গেও যাওয়ার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের।

আপাতত বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, মৎস্যজীবীদের আগাম সতর্কবার্তা

কলকাতা, ৪ মে (হি.স.): আপাতত বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও। আগামী শনিবার পর্যন্ত দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। বুধবার সকালে আংশিক মেঘলা ছিল কলকাতা ও সংলগ্ন জেলার আকাশ। গরমের দাপট একেবারেই নেই। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার থেকেই দক্ষিণ আন্দামান সাগরে তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত, নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। নিম্নচাপটি চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঘূর্ণিঝড়ের চেহারাও নিতে পারে। সেটি ধেয়ে আসতে পারে ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূল অভিমুখেও। আবহবিদদের কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলেও উপকূলে আসতে আসতে তার শক্তিক্ষয় হতে পারে। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হয়ে দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোবে। সেখানে ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে এটি উত্তর বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোতে পারে। সতর্কতা হিসেবে মৎস্যজীবীদের বৃহস্পতিবারের মধ্যে উপকূলে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

টুইট আর বিনামূল্যে নয়, জানিয়ে দিলেন টুইটারের মালিক এলন মাস্ক

নিউইয়র্ক, ৪ মে (হি.স.): এবার থেকে টুইটার ব্যবহারকারীদেরও খরচ করতে হবে পকেটের টাকা। তবে, সাধারণ ব্যবহারকারীদের টুইট করতে কোনও টাকা খরচ হবে না। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক, সরকার ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। বুধবার এমনটাই জানিয়েছেন টুইটারের নতুন মালিক এলন মাস্ক। তিনি টুইটে লেখেন, 'সাধারণ মানুষের জন্য টুইটার সব সময়ই বিনামূল্যে পরিষেবা দেবে। তবে সরকার, সরকার অধিকৃত সংস্থা এবং বাণিজ্যিক সংস্থার ব্যবহারকারীদের টুইটার ব্যবহার করতে সামান্য খরচ বহন করতে হতে পারে।"

অর্থাৎ, এখন থেকে সরকার, সরকার অধিকৃত সংস্থা এবং বাণিজ্যিক সংস্থার টুইটার হ্যান্ডল ব্যবহারকারীদের কাছে থেকে টাকা নেবে মাইক্রোব্লগিং সংস্থা টুইটার। টাকার অঙ্কের পরিমাণ খুব বেশি হবে না বলেও জানিয়েছে। পাশাপাশি জানানো হয়েছে, সাধারণ ব্যবহারকারীদের টুইটার ব্যবহার করার জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না। আগের মতোই বিনামূল্যে তাঁরা এই মাইক্রোব্লগিং সাইট ব্যবহার করতে পারবেন।

বিজেপিকে তোপ গেহলটের, বললেন আইন হাতে নেওয়ার অধিকার কারও নেই

জয়পুর, ৪ মে (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। একইসঙ্গে যোধপুর হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে গেহলট বলেছেন, আইন হাতে নেওয়ার অধিকার কারও নেই। বুধবার বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট বলেছেন, 'তাঁরা (বিজেপি) দরিদ্রদের বাড়ি ভেঙে ফেলে। হাইকমান্ডের নির্দেশ মতো আমাদের সরকারকে বদনাম করতে এবং অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে তাঁরা (বিজেপি)। যাঁরা মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়েছেন...প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে তাদের মধ্যে, এবং তাদের হোমওয়ার্ক দেওয়া হয়েছে।' যোধপুর হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে গেহলট বলেছেন, 'হিংসা নির্মূল করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে কোনও ধর্ম, জাত অথবা রাজনৈতিক দলই হোক না কেন, দাঙ্গার সঙ্গে যাঁরা জড়িত সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইন-শৃঙ্খলা হাতে নেওয়ার অধিকার কারও নেই।' যোধপুরে এখনও জারি রয়েছে কারফিউ। গ্রেফতার করা হয়েছে কমপক্ষে ১০০ জনকে। যোধপুরের পুলিশ কমিশনার নবজ্যোতি গগৈ জানিয়েছেন, 'পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পর্যাপ্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শান্তি বজায় রাখার আবেদন করছি আমি। ১৩টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং কমপক্ষে ১০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

বুধবার আগরতলায় ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ও পাবলিক এওয়ারনেস শীর্ষক সেমিনারে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি নিজস্ব।

দ্বিতীয় ভারত-নর্ডিক সম্মেলনে অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন বিষয়ে হয়েছে আলোচনা

কোপেনহেগেন, ৪ মে (হি.স.): ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে আয়োজিত দ্বিতীয় ভারত-নর্ডিক সামিটেও অংশ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার নর্ডিক অংশীদারদের সঙ্গে অত্যন্ত ব্যস্ততার দিন ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইডেন এবং নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে দ্বিতীয় ভারত-নর্ডিক শিখর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার আগে ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, সুইডেন এবং নরওয়ের প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক শীর্ষ বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা জানিয়েছেন, নর্ডিক নেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক শুরু হয়েছিল নরওয়ে থেকে তাঁর প্রতিপক্ষের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে, যেখানে আলোচনা ও অংশীদারিত্বের প্রধান ফোকাস ছিল প্রথমত, ব্লু অর্থনীতি এবং এর বিভিন্ন দিক। দ্বিতীয়ত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি - বিশেষ করে, জলবিদ্যুৎ এবং সবুজ হাইড্রোজেনে সহযোগিতার সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ সম্পর্ক-এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরওয়েজিয়ান পেনশন তহবিলকে ভারতের বৃদ্ধির গল্পে অংশীদার হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। চতুর্থত, স্বাস্থ্য সেক্টর যেখানে দুই নেতা ভ্যাকসিন এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে যৌথ গবেষণা সংক্রান্ত সহযোগিতার বিষয়ে কথা বলেছেন। এছাড়াও নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

উর্ধ্বে

● প্রথম পাতার পর

২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ২০৮ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৮৯,৪৮, ০১,২০৩ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৩,৯২০ জন (১.২২ শতাংশ)। মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২,৮০২ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৫,৪৪,৬৮৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৪ শতাংশ।

নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

হাতে তুলে দেয়। এদিকে কদমতলা থানার ওসি সুশান্ত দেব জানান, মৃত ব্যক্তি গত সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন।সেই মূলে পরিবারের তরফে থানায় একটি নিখোঁজের একটি ডাইরিও করা হয়।তবে পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত ও সানীয়দের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়,মৃত ব্যক্তি আকন্ঠ মদ্যপান করতেন।তাই প্রাথমিক ধারনা মদ্যপান করে হৃদরোগের আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।তবে পড়শীর পরিত্যক্ত ঘরের বারান্দা থেকে রহস্যজনক ভাবে মৃতদেহ উদ্ধারে পুলিশ ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তদন্ত করে দেখছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৭০৭৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৮৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৫৯৯৩৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৮৭৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৮৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

উপমুখ্যমন্ত্রীর

● আটের পাতার পর

মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার একটা বিরাট অংশের জনসংখ্যাকে এই কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসবিআই-র রিজিওন্যাল ম্যানেজার (সাউথ) দীপক চন্দ্র দাস বলেন, গ্রামীণ অংশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করা হচ্ছে। সঠিক বাজেটের মধ্য দিয়ে চলা আর্থিক সাক্ষরতার অন্তর্ভুক্ত।

ইউকো ব্যাঙ্কের জোন্যাল ম্যানেজার রাজু দাস বলেন, মানুষকে জানতে হবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কি কি প্রকল্প রয়েছে, কি সুবিধা পাওয়া যায়। একইভাবে তারা কিভাবে এগুলির সুবিধা নেবেন সে সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে হবে। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের এমডি ভজন রায় বলেন, আর্থিক সাক্ষরতার উপর ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ সম্পর্কে সেমিনার, আলোচনাচক্র করা হচ্ছে। এইচডিএফসি পেনশন এবং রিটায়ারমেন্টের ন্যাশনাল হেড রণবীর সিং ধারিওয়াল বলেন, অর্থ বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে আর্থিক সাক্ষরতার বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

সমাবেশ

● আটের পাতার পর

বাড়িতে পৌঁছে দেবে বলে তিনি প্রত্যয়ের সাথে বলেন। প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ ডক্টর মানিক সাহা বলেন সিপিআইএম দল হিংসায় বিশ্বাসী। সব সময় মানুষকে হিংসার পথে পরিচালিত করে। বিজেপি দলের পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন যেখানে বিজেপি দলের কিছুই ছিল না সেখানে আজ বিভিন্ন নির্বাচন গুলিতে দেখা গেছে বিজেপি দল রাজ্যে ১০০ু আসনে জয়ী হয়েছে। তাই এখনো যারা সিপিআইএম দলের পেছনে ঘুরছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলেন কেন কিসের আশায় এখনো ওদের পেছনে রয়েছেন।তিনি সকলকে বিজেপি দলে আসার জন্য আহ্বান জানান। মূলত আজকের এই সমাবেশের মধ্যে দিয়ে বিজেপি দল বিলোনিয়ায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিলো।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় জনগণের নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। খোয়াই থানার পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের পর এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ সম্পাদকদের সভা ২১ মে অনুষ্ঠিত হবে। বিজেপি ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে।

অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

নাবালিকা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নির্জনতার সুযোগে অভিযুক্ত পরিমল দেববর্মা রাস্তায় জোরপূর্বক নাবালিকাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে। নাবালিকা ঘটনাটি পরিবারকে জানালে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় মাতব্বররা বিষয়টিকে গ্রাম্য সালিশিতে শেষ করার পথ দেখায়। যথারীতি সালিশি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ বাবদ অভিযুক্তকে পরিশোধ করার ফরমান জারি হয়। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনাটি ভিন্ন দিকে মোড় দিলে অবশেষে দীর্ঘ দুই মাস পর কল্যাণপুর থানায় হাজির হয় নাবালিকার পরিবার। থানায় গৃহীত মামলা হাতে নিয়েই ময়দানে নামে পুলিশ। মামলা নং - ১৮/২০২২। কয়েকদিন ধরেই কল্যাণপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজে সম্ভাব্য বেশ কয়েকটি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে রাখলেও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত কল্যাণপুর থানার এস আই বিশ্বজিৎ দাস ও হাবিলদার হিমানি দেববর্মা গোপন খবরে গতকাল রাত্রে অভিযুক্ত পরিমল দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। আজ খোয়াই আদালতে হাজির করা হলে বিচারকের নির্দেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চৌদ্দ দিনের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

কর্তৃপক্ষের

● প্রথম পাতার পর

এই টাকা আত্মসাৎ করে এখনও বহাল তবিয়তে আছেন।তাদের বিরুদ্ধে নেই কোন তদন্ত।ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ এখনো পর্যন্ত তারা কোনো স্টাইফেন পাচ্ছেন না বলে জানান। বর্তমান সরকারের আইপিএফটি বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা শপথের দিন বলেছিলেন যে আমার প্রথম কাজ শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করা। জনজাতি ছাত্ররা ছাত্রীরা শিক্ষার আলো থেকে পিছিয়ে পড়েছে পিছিয়ে পড়া জনজাতি ছাএ ছাত্রীদের শিক্ষার আলোতে নিয়ে আহতে হবে। শিক্ষা থেকে পিছিয়ে গেছে যারা তাদেরকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসা আমার প্রথম কাজ। মাননীয় বিধায়ক ভুলে গেছেন হয়তোবা, গন্ডাছড়া মহাকুমার থেকে প্রায় ৭কিলোমিটার দূরত্বে জগবন্ধু পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় একটি জনজাতির ছাত্রবাস আছে। এই ছাত্রবাসে যে ছোট ছোট ছেলেরা আছে। তারা কি অবস্থায় আছে একবার কি গিয়েছেন তাদের কাছে। দেখেছেন তাদের অবস্থা। গন্ডাছড়া জনজাতি কল্যান দপ্তরের অধীনে ছাএ ছাত্রীদের স্টাইপেন্ডএর টাকা দপ্তরের ২ কর্মচারী যে আত্মসাৎ করে বসে আছেন তিনি কি তা জানেন? এটাই কি উনার উন্নয়েনের প্রথম কাজ। যে শপথ নেওয়ার পর বলেছিলেন উন্নয়ন প্রথম কাজ, জনজাতি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি কি পালন করতে সক্ষম হয়েছেন? ।তাদের কতটুকু শিক্ষার আলোর মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছেন সেটাই এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের

● প্রথম পাতার পর

সীমাহীন তান্ডব রোধে পুলিশ কার্য্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করে সক্রিয় হয়।

নিষ্ক্রিয় মনোভাবে কাঠিয়ে রাতে খোয়াই শহরে পুলিশের টহলদারীর জোরধার করতেই দোকানে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল চোর।চোরের দল খোয়াই অফিসটিলা ট্রাফিক পয়েন্টে পাশে জনৈক ব্যবসায়ীর ভূষিমাল দোকানে হানা দেয়। দোকান ঘরের তালা ভেঙ্গে দোকানে প্রবেশ করার সময় টহলদারী পুলিশ হাতেনাতে ধরে ফেলে এক চোরকে। অপর চোর পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। চোরকে তল্লাশি করে তালা কাটার বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত চোরের নাম সুখেশ দেবনাথ (১৯) বাড়ি পূর্বচেবরি শচীন্দ্রনগর এলাকায়। ধৃত চোরকে পুলিশ খোয়াই থানায় নিয়ে যায়। ধৃত চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে পূর্বের চুরি করা মালামাল গুলি পহরমুরা এলাকায় রেখেছে। পহরমুরা এলাকা থেকে বিভিন্ন দোকানের চুরি যাওয়া কিছু সামগ্রী উদ্ধার করে। বুধবার ধৃত চোরকে আদালতে পাঠানো হবে।

চিকিৎসক

● প্রথম পাতার পর

জনতা মিলে একজন চিকিৎসককে নির্মমভাবে মারধর করেছেন। তাতে তিনি মাথায় প্রচন্ড আঘাত পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, সারা শরীরেই ক্ষতের চিহ্ন রয়েছে। গণরোষের খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসে এবং চিকিৎসককে উদ্ধার করেছে। ডা: কলই বলেন, উত্তেজিত জনতার মারমুখী আচরণ দেখে হাসপাতালের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হাসপাতাল চত্বরে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে, আক্রান্ত চিকিৎসক প্রণব দেববর্মাকে প্রথমে ছৈলেংটা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। কিন্ত, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক দেখে তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। মানিকপুরে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে।

এদিকে, অল ত্রিপুরা গভর্মেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশনআজ দুপুরে মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ, ডক্টর প্রনব দেববর্মার উপর দুষ্কৃতকারীদের বর্বরোচিত ও ঘৃণ্য আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানায়। সরকারি হাসপাতালে ভাংচুর,স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর এই হামলা শুধুমাত্র চিকিৎসক সমাজকেই নয়, হতবাক করে দিয়েছে সমগ্র শান্তিপ্রিয় জনগণকেও। ইশ্বরের অসীম কৃপায় ডক্টর প্রনব দেববর্মা প্রানে বেঁচে গেছেন, কিন্তু বলার অপেক্ষা রাখেনা যে এই আক্রমণ একটা হাসপাতালকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যেই পূর্বপরিকল্পিত ভাবে করা হয়েছে। স্থানীয় অসাধু কতিপয় লোকের প্ররোচনায় গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিকটবর্তী হাটের জমায়েত থেকে হাসপাতালের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিলো। মারাত্মক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত শিশুদেরকে নিয়ে একদম শেষ সময়ে হাসপাতালে আসা ও তাদের দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক মৃত্যু"র জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের কিছুতেই দায়ী করা যায় না। যদিও শিশুদের মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃখজনক এবং এটিজিডিএ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে। এটিজিডিএ বিশ্বাস করে এই জাতীয় মর্মান্তিক মৃত্যুর পর রোগীর বাড়ির লোকদের চাইতে কিছুসংখ্যক স্থানীয় গুন্ডা ও অসৎ লোকেরাই সাধারণত ঘোলা জলে মাছ শিকারে নামে। আজকের ঘটনাও এর বাইরে নয়। সংগঠন বরাবরের মতনই আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ও তাদের পরিবারের সাথে আছে ও প্রয়োজনীয় সমস্ত চিকিৎসার ব্যাপারে সজাগ নজর রাখছে। রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী এই নিন্দনীয় গঠনার তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও কর্তৃপক্ষের কাছে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে।

এটিজিডিএ কামনা করে,ডক্টর প্রনব দেববর্মা এই ঘৃণ্য আক্রমণ থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দ্রুত আরোগ্য লাভ করবেন।

সিআইটিইউ নেতৃত্বরা বুধবার পশ্চিম জেলা শাসকের অফিসে ডেপুটেশন দিয়েছেন বিভিন্ন দাবীতে। ছবি নিজস্ব।

অভিযুক্ত আসামী

● প্রথম পাতার পর

এক অজ্ঞাত ব্যক্তির আগুনে ঝলসানো লাশ উদ্ধার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করেছিল এলাকায়।

ঘটনা বক্সনগর ব্লক অন্তর্গত কলমচৌড়া থানাধীন মানিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের (৬)নং ওয়ার্ড এলাকায়।জানা যায়,মানিক্যনগর এলাকার সুবোধ নমঃ নামে এক ব্যক্তি জঙ্গল থেকে নিজের গৃহপালিত প্রাণী গরু বাড়িতে আনতে গেলে হঠাৎ চোখে পড়ে আগুনে ঝলসানো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃতদেহ।এই ঘটনাটি চাউর হতেই মিনিটের মধ্যে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে পুরো ঘটনা।ঝড়ো হয়ে যায় ঘটনাস্থলে প্রচুর মানুষ।সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কলমচৌড়া থানায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত এস.আই রিয়াঙ মনি হালাম পুলিশ বাহিনী নিয়ে ছুটে যান ঘটনাস্থলে। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অজ্ঞাত আগুনে ঝলসানো মৃত ব্যক্তির ঘটনা তদন্ত শুরু করে এবং খবর দেওয়া হয় পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে।ঘন্টাখানেক পর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাস।আগুনে ঝলসানো এবং শরীরে বহু আঘাতের চিহ্ন থাকায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাস ফরেনসিক দপ্তরকে ঘটনাটি জানায়।ফরেনসিক দপ্তরের আধিকারিকরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে তাদের নিয়মনীতি অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে এবং পরবর্তী সময়ে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মর্গে নিয়ে আসে। সংবাদ মাধ্যমে অপরিচিত মৃত ব্যক্তির লাশ উদ্ধারের ঘটনা শুনে বুধবার রাত আনুমানিক দশ ঘটিকার সময় আমতলী থানাধীন বাধারঘাট শ্রীপল্লি এলাকার নিখোঁজ হওয়া কৃপেশ দেবের পরিবারের লোকজন কলমচৌড়া থানায় আসে।পরিবারের সঙ্গে আসেন আমতলী থানার ওসি সিদ্ধার্থ সংকর কর।তারপর গভীর রাতে কলমচৌড়া থানায় ছুটে আসেন সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাস।

বনোজ বাবু পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলেন এবং হাসপাতাল মর্গে গিয়ে পরিবারের লোকজনদের উদ্ধার হওয়া লাশটিকে দেখানো হলে কৃপেশ দেবের ছেলে তাঁর বাবাকে চিনতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।তার পর রাত আনুমানিক দশ ঘটিকায় পুনরায় ছুটে আসেন কলমচৌড়া থানায়।ঘটনার দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার রিয়াঙমনি হালামের কাছ থেকে লাশের সঙ্গে পাওয়া জুতা,চাবি ও জামা কাপড় দেখে ১০০ শতাংশ কৃপেশ দেব কে তাঁর পরিবারের লোকজন চিনতে পারে। তারপর কলমচৌড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত অগ্নিনির্বাপক কর্মী আপন বর্মনের কলমচৌড়াস্থিত নিজ বাড়িতে এবং মানিক্যনগর শ্বশুর বাড়িতে অভিযান চালায়।জানা যায়,গত ২৬শে এপ্রিল আপন বর্মনের এক ছায়াসঙ্গী স্কুটি দিয়ে কৃপেশ দেব কে বাড়ী থেকে আনেন এবং আপন বর্মন ফোন করে বলে আমি লোক পাঠিয়েছি তুমি চলে আসো। সুদের ব্যবসা সংক্রান্ত টাকা হিসাব করে দিয়ে দেব। আপন বর্মনের ছায়াসঙ্গী লোকটি স্কুটি দিয়ে আনার পর রাতেও আর বাড়ী ফিরেনি কৃপেশ।তাই কৃপেশের পরিবারের লোকজন আমতলী থানায় আপন বর্মনের নাম ধাম দিয়ে একটি নিখোঁজ ডায়েরী করেন। তখন আমতলী থানার পুলিশ তদন্তের স্বার্থে আপন বর্মনকে ডেকে এনে জোর জিঙ্গাসাবাদ করেন। তখন তিনি এ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন কিছু জানেন না বলে অস্বীকার করেন। তখন তাঁকে পুলিশ ছেড়ে দেয়।

২৭শে এপ্রিল বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ কলমচৌড়া থানাধীন মানিক্যনগর গভীর জঙ্গলে লাশটি উদ্ধার করে শনাক্ত করার পর আর আপন বর্মন কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তিনি রাজ্য থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন বলে অনেকে অনুমান করেছিলেন।পরিবার সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে,কৃপেশ দেব একজন অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।চাকরি চলাকালীন সময়ে আপন বর্মনের সঙ্গে পরিচয় হয়। তখন থেকে তাদের পরিচয়। উল্লেখ্য যে,কৃপেশ দেব চাকুরী থেকে অবসর নিয়ে তিনি টাকা লেনদেন করে সুদের ব্যবসা করতেন। তখন আপন বর্মন কৃপেশ বর্মন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা সুদে ঋণ নিয়েছিলেন। তাছাড়া আরো ষাট লক্ষ টাকা কৃপেশ দেব থেকে জিম্মা এনে অন্যান্য মানুষ কে দিয়েছে বলে জানা যায়।কৃপেশের বাড়ীতে কনস্ট্রাকশানের কাজ চলছে।তাই টাকার প্রয়োজন।এই জন্য পাওনা টাকা খুঁজাখুঁজি নিয়ে নিখোঁজ হওয়ার কয়েক দিন আগে থেকেই বাকবিতণ্ডা সহ সামান্য ঝগড়া চলছিল বলে সূত্রের খবর। আসামি আপন বর্মনের সাথে কথা বলে জানতে পারা যায় তিনি ঠিকই কৃপেশ থেকে সুদে টাকা নিয়েছিলেন, তবে সে নিজের জন্যে নয় অন্যদের জন্য টাকা ধার দিয়ে যেতেন।

কিন্তু কয়েকদিন যাবত সুদের ব্যবসায়িক কৃপেস দেব আপন বর্মন কে ফোনে গালাগালি করে,তাই এসব গালাগালি সহ্য করতে না পেরে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে ডেকে এনে ফিল্মি কায়দায় প্রথমে খুন করে তারপর আগুন দিয়ে তার শরীর ঝলসে দেয়।তার সাথে সহযোগী হিসেবে আরও দুইটি যুবক ছিল। জানা যায় দুই সহযোগী মানিক্যনগর এলাকার। তারা দুই বন্ধু তাদের দা,ছুরি ও পেট্রোল ভেলুয়ারচর বাজার থেকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। তবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় এই খুনের সাথে সে নিজেই জড়িত। তাকে দুইজন পেট্রোল ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

এখন এই পুলিশ তদন্তে তাদের নাম বেরিয়ে আসবে।কৃপেস হত্যাকাণ্ডের ২৪ ঘন্টা পার না হতেই সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনুজ বিপ্লব দাসের তৎপরতায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকার সময় তার বাড়ির পাশে একটি জঙ্গল থেকে গোপন খবর পেয়ে আটক করে কলমচৌড়া থানায় নিয়ে আসে।থানায় তাকে মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক দীর্ঘখন টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে অনেকেই মনে করেন।তারপর রাতেই তাকে আমতলী থানা থেকে ওসি ও পুলিশ এসে নিয়ে যায়।গ্রেপ্তারের পর কৃপাশের পরিবার দারুণ খুশি।এই টাকার সাম্রাজ্য লুট করার বদউদ্দেশ্যে কৃপেশকে শেষ পর্যন্ত খুন হতে হয়েছে আপন বর্মনের হাতে।আবার খুন করে অনতিদূরে কলমচৌড়া থানাধীন মানিক্যনগর গভীর জঙ্গলে লাশটি গুম করে। কিন্তু এতেও আপনের হত্যা কান্ডের নীল নকশা পুলিশের কাছে ধরা পড়ে গেল। পুলিশ হন্যে হয়ে ঘুরে অভিযুক্ত খুনি আপন বর্মন কে পুলিশের জালে তোলে নেয় বৃহস্পতিবার রাতেই।পুলিশের তৎপরতায় অতি শীঘ্রই আপন বর্মন পুলিশের জালে উঠায় সংশ্লিষ্ট মহলে দারুণ খুশি। এদিকে বুধবার অবসরপ্রাপ্ত ফায়ার সার্ভিস কর্মী কৃপেশ চন্দ্র দেবর খুনের মূল অভিযুক্ত আপন বর্মন কে নিয়ে পুলিশ বক্সনগর আসে খুনি ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের জন্য। আপন বর্মন জানায় ছুরি দিয়ে কৃপেশ চন্দ্র দেব কে হত্যা করেই মৃতদেহ পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল। বলে জানিয়েছে পুলিশ কে। এ ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

আমাদের

● প্রথম পাতার পর

৬টায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথিতযশা রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী, মনোময় ভট্টাচার্য ও বাচিক শিল্পী দেবেশ ঠাকুর রবীন্দ্র সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করবেন।

তাঁর কথায়, ২৬ মে নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নজরুল কলাক্ষেত্রস্থিত কাজী নজরুল ইসলামের আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান করা হবে। ৩০ মে এ উপলক্ষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে বিশেষ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হবে। এতে পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য সহ রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, উভয় কর্মসূচিতেই বাংলাদেশের শিল্পীদেরও অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই সকল অনুষ্ঠান রাজ্যের প্রত্যেকের জন্যই উন্মুক্ত। তিনি আশা প্রকাশ করেন এবছর গৃহীত কর্মসূচিগুলি রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের বিকাশে নতুন বার্তা বয়ে আনবে এবং সকলের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানগুলি কাঙ্খিত সফলতা লাভ করবে।

প্রিজন

● প্রথম পাতার পর

পড়ে ভেতরে। বৃষ্টি হলে রক্ষে নেই। পুলিশ, অভিযুক্ত আর আসামীকে ভিজে জবজবে হয়ে যেতে হয়। গাড়ির ভেতরে থাকা কাগজপত্রও ভিজে একশেষ। প্রিজন ভ্যানটি ব্যাবহার করাটাই এখন সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। পুলিশ কর্মীরা, যারা কারাগার থেকে আদালতে আসামী আর অভিযুক্তদের আদালতে প্রতিদিন আনা নেওয়ার সরকারী কাজে যুক্ত, তারা প্রিজন ভ্যানটির সংস্কার বা নতুন প্রিজন ভ্যানের দাবী জানিয়েছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

ধোনির চেন্নাইকে হারিয়ে প্লে অফের আশা জিইয়ে রাখল আরসিবি

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স: ১৭৩/৮ (মাহিপাল- ৪২, ডু' প্লেসিস-৩৮, মাহিশ-২৭/৩)
চেন্নাই সুপার কিংস: ১৬০/৮ (কনওয়ে-৫৬, হর্ষল-৩৫/৩)
১৩ রানে জয়ী আরসিবি

প্লে অফের আশা জিইয়ে রাখতে হলে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচটা জিততেই হত আরসিবি-কে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স এদিন ১৩ রানে হারাল চেন্নাইকে। ম্যাচটা জেতায় প্লে অফের আশা এখনও ভাল মতোই রয়েছে আরসিবির। প্রথমে ব্যাট করে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর করে ৮ উইকেটে ১৭৩ রান। জবাবে চেন্নাই সুপার কিংস করে ৮ উইকেটে ১৬০ রান। জেতার ফলে আইপিএলের পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে উঠে এল আরসিবি।

বুধবার টস জিতে চেন্নাই সুপার কিংস প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে । বিরাট কোহলি ও ফ্যাফ ডু' প্লেসিস ওপেনিং জুটিতে ৬২ রান করার পরে ডাগ আউটে ফেরেন ডু' প্লেসিস (৩৮)। বহু যুদ্ধের সৈনিক কোহলি হাফ সেঞ্চুরি করতে ব্যর্থ। এদিন ৩০ রান করার পরে মইন আলির বলে বোল্ড হন কোহলি। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল মাত্র ৩ রানে রান আউট হন।

৭৯ রানে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের তিন-তিনটি উইকেট চলে যাওয়ার পরে মাহিপাল লোমরার ও রজত পাতিদার আরসিবি-কে গোছানোর কাজ শুরু করেন। পাতিদারকে (২১) ফেরান প্রিটোরিয়াস। ৪২ রানে আউট হন মাহিপাল। এর পরে পরপর উইকেট হারালেও দীনেশ কার্তিক ১৭ বলে ২৬ রান করে আরসিবি-কে পৌঁছে দেন ৮ উইকেটে ১৭৩ রানে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঋতুরাজ গায়কোয়াড় ও কনওয়ে জুটিতে ৫৪ রান জোড়েন। গায়কোয়াড়কে (২৮) ফেরান শাহবাজ আহমেদ। রবিন উথাপ্পা মাত্র ১ রানে ফিরে যাওয়ায় চাপ বাড়ে চেন্নাই সুপার কিংসের উপরে। অম্বাতি রায়ুডু (১০) বোল্ড হন ম্যাক্সওয়েলের বলে। এরপরে ডেভন কনওয়ে টানছিলেন চেন্নাইয়ের ইনিংস। তিনি ফেরেন ৫৬ রানে। মাত্র ৩৭ বলে ৫৬ রান করেন কনওয়ে। তিনি যখন আউট হন, তখন চেন্নাইয়ের রান ৪ উইকেটে ১০৯ রান। নেতৃত্বের চাপ আর নিতে পারছিলেন না। সেই কারণে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড মহেন্দ্র সিং ধোনির হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। এদিন যখন তাঁর ব্যাটে রান দরকার সেই সময়েই হর্ষল প্যাটেলকে মাঠের বাইরে ফেলতে গিয়ে বিরাট কোহালরি হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন জাদেজা (৩)। পাঁচ উইকেট হারিয়ে সিএসকে হয়ে যায় ১২২। মইন আলি মরিয়া একটা চেষ্টা করেছিলেন। হর্ষল প্যাটেলের বলে ৩৪ রানে ফিরতে হয় মইনকে। চলল না ধোনি ম্যাজিক। মাত্র ২ রান করেন তিনি। তখনই দেওয়াললিখন পড়ে ফেলেন চেন্নাইয়ের ভক্তরা। শেষমেশ চেন্নাই সুপার কিংস থেমে যায় ৮ উইকেটে ১৬০ রানে। প্লে অফে যাওয়ার আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে চেন্নাইয়ের।

শুক্রবার থেকে আন্তঃমহকুমা রাজ্যস্তরীয় সিনিয়র লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। দিনপ্রতি চার মাঠে চারটি খেলা। ডে ম্যাচ। প্রতি ইনিংসে সীমিত ৫০ ওভারের খেলা। বৃষ্টি, মন্দ আবহাওয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ম্যাচের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করবে, তাও কিন্তু একটা ভাইটাল ফ্যাক্টর।সব কিছুর মধ্যেই ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত আন্তঃ মহকুমা সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট শুরু হচ্ছে ৬ মে, শুক্রবার থেকে। রাজ্যের ২৩টি মহকুমার মধ্যে সাতটি গররাজি, বাকি ১৬টি এবারের আসরে অংশ নিচ্ছে। খেলা হবে সারা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। প্রথমত, অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে কাঞ্চনপুর, ধর্মনগর, কৈলাশহর এবং লংতরাই ভ্যালি। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলাগুলি হবে কৈলাশহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় স্টেডিয়ামে। গ্রুপ বি-তে রয়েছে উদয়পুর, সাব্রুম, শান্তিরবাজার এবং অমরপুর।

এই গ্রুপের খেলাগুলি হবে উদয়পুরের জামজুড়ি মাঠে। গ্রুপ সি-তে রয়েছে সদর, বিশালগড়, তেলিয়ামুড়া এবং বিলোনিয়া। এই গ্রুপের খেলাগুলো হবে সোনামুড়ার মেলাঘরে, সদরের পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে এবং এমবিবি স্টেডিয়ামে। গ্রুপ ডি-তে রয়েছে কমলপুর, মোহনপুর, আমবাসা এবং খোয়াই। এই গ্রুপের খেলাগুলি হবে কমলপুরের কালীবাড়ি প্লে গ্রাউন্ডে। গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা শেষে প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দুটি করে দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে।

টিসিএ-র অ্যাডভাইজারি টুর্নামেন্ট কমিটির কনভেনার উত্তম চৌধুরী স্বাক্ষরিত টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী ১৫ ও ১৬ মে দুদিন দুই মাঠে দুটি করে মোট চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হবে বলে স্থির রয়েছে। একইভাবে সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে ম্যাচ রাখা হয়েছে যথাক্রমে ১৮ ও ২০ মে। কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা থেকে ম্যাচের ভেন্যু পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

ধর্মনগরে আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। পরিত্যক্ত হলো ধর্মনগর স্কুল ক্রিকেট ফাইনাল ম্যাচ। বৃষ্টিতে মাঠে জল জমে থাকায়। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে বৃহস্পতিবার হবে ফাইনাল ম্যাচটি। ধর্মনগর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত আন্তঃস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। ফাইনালে গোল্ডেন ভ্যালী স্কুল খেলবে বি বি আই-এর বিরুদ্ধে।বুধবার ভোর রাতে বৃষ্টির পর এদিন সকালেও হয় বৃষ্টি। তার পরও মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার কর্তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন এদিন ম্যাচটি সম্পন্ন করার জন্য। কিন্তু বাধ সাজে আবারও বৃষ্টি। তবে খুশির খবর এদিন দুপুরের পর রৌদ্র উঠে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার সচিব বাবলু দত্ত বলেন, রাতে যদি আর বৃষ্টি না হয় তাহলে বৃহস্পতিবার হবে ফাইনাল ম্যাচ। নতুবা প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের মাঝে ফাইনাল ম্যাচটি করা হবে। উল্লেখ্য, ৩০ এপ্রিল, প্রথম সেমিফাইনালে গোল্ডেন ভ্যালী স্কুলকে হারিয়ে বি.বি.আই ফাইনালে পৌঁছে। পরদিন দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নর্থ পয়েন্ট স্কুলকে হারিয়ে গোল্ডেন ভ্যালী স্কুল ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়। নর্থ পয়েন্ট স্কুল পেয়েছে তৃতীয় স্থানের খেতাব।

বল হাতে দুরন্ত রিয়াদ, রাকেশ, ফাইনাল নিশ্চিত ওয়েস্ট জোনের

ওয়েস্ট জোন-১৭৪/৬
সাউথ জোন-৮৬
ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ফাইনাল নিশ্চিত করে নিয়েছে ওয়েস্ট জোন দল। টানা দুই ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে ওয়েস্ট জোন দল অনূর্ধ-১৫ আন্তঃ জোনাল রাজ্যস্তরীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। মঙ্গলবারে প্রথম খেলায় সেন্ট্রাল জোনকে হারানোর পর আজ, বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট জোন ৮৮ রানের ব্যবধানে সাউথ জোনকে পরাজিত করেছে। চারদলীয় লীগ টুর্নামেন্টে পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে ওয়েস্ট জোন ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। সকালের বৃষ্টিতে আউট ফিল্ড ভেজা থাকার কারণে ম্যাচ শুরুতে প্রায় তিন ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। বেলা বারোটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে খেলা শুরুতে টস জিতে ওয়েস্ট জোন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৩৩ করা হয়। মূলতঃ রিয়াদ হুসেন এবং রাকেশ রুদ্র পালের বিধ্বংসী বোলিংয়ে জয় সহজ করে দেয় পশ্চিম জোনের। ওয়েস্ট জোন নির্ধারিত ৩৩ ওভারে ৬ উইকেটে হারিয়ে ১৭৪ রান করে। ওয়েস্ট জোনের পক্ষে উইকেট রক্ষক সঞ্জয় নম: ৬১ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, দীপঙ্কর ভাটনগর ৭০ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, দলনায়ক আয়ুষ দেবনাথ ৩৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, বেদব্রত ভট্টাচার্য ১৬ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং সৌরদ্বীপ দেববর্মা ৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ (অপ:) রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। সাউথ জোনের পক্ষে আকাশ নাথ (৩/৩৭) সফল বোলার। এছাড়া আয়ুষ দেবনাথ ও সুব্রত চক্রবর্তী পেয়েছে একটি করে উইকেট।

জবাবে খেলতে নেমে রিয়াদ হুসেন (৪/১২) এবং রাকেশ রুদ্র পালের (৩/১৩) বিষাক্ত স্পিনের ভেলকিতে ২২.২ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে সাউথ জোন মাত্র ৮৬ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে মানিক সরকার ৫১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, অনীশ দাস ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং প্রণজিৎ দাস ১৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান ওয়েস্ট জোনের বোলারদের সামনে ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। শুভজিৎ দাস, দীপ দেব ও আয়ুষ দেবনাথ পেয়েছে একটি করে উইকেট। ৮ ও ৯ মে দুদিনের ফাইনাল ম্যাচে ওয়েস্ট জোন এবং নর্থ জোন পরস্পরের মুখোমুখি হবে, এটা নিশ্চিত হয়েছে। তবে, এর আগে ৬ই মে দুই দল একবার খেলে নেবে লীগ পর্যায়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে।

রাজ্য ক্রিকেটে জয় অব্যাহত রেখে নর্থ জোনও ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। টানা দুই ম্যাচে জয়ের সুবাদে ফাইনাল নিশ্চিত করে নিয়েছে নর্থ জোন দলও। পরপর দুই ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে নর্থ জোন অনূর্ধ-১৫ আন্তঃজোনাল রাজ্যস্তরীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। মঙ্গলবারে প্রথম খেলায় সাউথ জোনকে হারানোর পর আজ বুধবার দ্বিতীয় ম্যাচে নর্থ জোন ৫১ রানের ব্যবধানে সেন্ট্রাল জোনকে পরাজিত করেছে। চারদলীয় লীগ টুর্নামেন্ট পরপর দুটি ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে নর্থ জোনও ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। সকালের বৃষ্টিতে আউট ফিল্ড ভেজা থাকার কারণে ম্যাচ শুরুতে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। বেলা দেড়টায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে খেলা শুরুতে টস জিতে সেন্ট্রাল জোন প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নর্থ জোনকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। এদিকে, ওভার সংখ্যাও কমিয়ে ২২ করা হয়। সীমিত ২২ ওভারে নর্থ জোন ৮ উইকেট হারিয়ে ১৪০ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভীক পাল সর্বাধিক ৩৬ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, সৌভিক চক্রবর্তীর ২৭ রান এবং কার্তিক পালের অপরাজিত ২০ রানও উল্লেখ করার মতো। সেন্ট্রাল জোনের খোকন বিশ্বাস ৫ রানে এবং সুরজ গুরুং ১৭ রানে ২টি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, কনভ চক্রবর্তী ও অভ্রজিৎ দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সেন্ট্রাল জোন ৬ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ২২ ওভারে ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে সুরজ গুরুং (১৯ রান), ওপেনার প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর ১৭ রান এবং অধিনায়ক কনভ চক্রবর্তীর ১১ রানের পাশাপাশি অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ২৫ রানের সুবাদে দলীয় স্কোর ৮৯ হয়। নর্থ জোনের কার্তিক পাল ১৬ রানে ও অনসচক্রবর্তী ১৮ রানে দুটি করে উইকেট পায়। এছাড়া, অভীক পাল পেয়েছে একটি উইকেট। ব্যাটে-বলে দারুন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে কার্তিক পাল পেয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

ঋদ্ধিমান সাহাকে হুমকির জের, দু'বছরের জন্য সাংবাদিককে নির্বাসিত করল বিসিসিআই

টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋদ্ধিমান সাহাকে হুমকির জের। এবার অভিযুক্ত সাংবাদিককে দু'বছরের জন্য নির্বাসনে পাঠাল BCCI। সূত্রের খবর, আইসিসিকেও অভিযুক্ত ওই সাংবাদিককে নির্বাসনে পাঠানোর অনুরোধ জানাতে পারে ভারতীয় বোর্ড। বলা হচ্ছে, এই সময়ের মধ্যে তিনি বোর্ড আয়োজিত কোনও ম্যাচ বা ইভেন্ট কভার করতে পারবেন না। সমস্ত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে সেই নির্দেশিকা নাকি দিয়ে দেবে বোর্ড। বলে দেওয়া হবে, অভিযুক্ত সাংবাদিককে মাঠেও ঢুকতে দেওয়া যাবে না। এমনকী, আইসিসিকেও চিঠি লিখে অভিযুক্ত সাংবাদিককে 'ব্ল্যাকলিস্ট' করতে বলা হচ্ছে।

কিছুদিন আগে সাক্ষাৎকার না দিতে চাওয়ায় এক সাংবাদিক রীতিমতো 'হুমকি'র সুরে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলেন ঋদ্ধিমানকে। নাম প্রকাশ না করেই সেই চ্যাট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেন বাংলার উইকেটকিপার। যা নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে তোলপাড় পড়ে যায়। অভিযুক্ত সাংবাদিক আবার পালটা দাবি করেন, তার চ্যাটের বিকৃত স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ঋদ্ধি। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে বোর্ড তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে। বোর্ডের ওই কমিটি ঋদ্ধিমান এবং অভিযুক্ত ওই সাংবাদিকের সঙ্গে কথাও বলেন। তারপর কমিটি নিজেদের রিপোর্ট জমা করে।

সূত্রের দাবি, বোর্ডের ওই কমিটির তদন্তে উঠে এসেছে ঋদ্ধিমানকে পাঠানো অভিযুক্ত সাংবাদিকের মেসেজগুলি হুমকি বা হুঁশিয়ারির সমান। কিছুদিন আগে বিসিসিআইয়ের অ্যাপেক্স কাউন্সিল বৈঠকে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বুধবার সেই সিদ্ধান্তই জানিয়ে দেওয়া হল বোর্ডের তরফে। সূত্রের দাবি, বিসিসিআই সমস্ত রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলিকে নির্দেশিকা দিয়ে ওই সাংবাদিকের উপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে।

রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেট, অমরপুরের নেতৃত্বে দেবোত্তম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। অমরপুর মহকুমা ক্রিকেট দলকে নেতৃত্ব দেবেন দেবোত্তম ঘোষ। ডেপুটি হেসাবে থাকবেন গোপাল দাশগুপ্ত। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে। ৬ মে প্রথম ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে অমরপুর মহকুমা। প্রতিপক্ষ সাব্রুম মহকুমা। উদয়পুরের জামজুরি মাঠে হবে ম্যাচটি। ৯ মে মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে প্রতিপক্ষ উদয়পুর এবং ১৩ মে গ্রুপের শেষ ম্যাচে শান্তিরবাজারের মুখোমুখি হবে। ওই ম্যাচটি হবে উদয়পুরের জামজুরি মাঠে। আসরে অংশ গ্রহণের জন্য ১৬ সদস্যের মহকুমার ক্রিকেটারদের নাম ঘোষনা করেন সচিব উজ্জ্বল দে। তিনি আশা করেন, আসরে সাফল্য পাবে মহকুমা। সিনিয়র আসর থেকে সেরাদের বাছাই করে গড়া হয়েছে দল।

ঘোষিত দল: দেবোত্তম ঘোষ (অধিনায়ক), গোপাল দাশগুপ্ত (সহ অধিনায়ক), মনোজ দাশগুপ্ত, রতন জমাতিয়া, রণজিৎ ঘোষ, টুটন সরকার, চিরঞ্জীৎ দাস, ইমন হুসেন, রাজেশ সাহা, সঞ্জীব ভৌমিক, সাকিল হুসেন, রাহুল দাস, দেবব্রত সাহা এবং হৃতম দাস। কোচ: বিশ্বজিৎ দে এবং ম্যানেজার: স্বপন কুমার সাহা।

বিশ্বকাপে ভরাডুবির পরেও টি২০ ক্রিকেটে বিশ্বের এক নম্বর দল ভারতই

আইসিসি-র টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রাখল ভারত। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও আন্তর্জাতিক ম্যাচে ধারাবাহিক সাফল্যই শীর্ষে রাখল রোহিত শর্মার দলকে। ২০২১-২২ মরসুমের ফলাফলের ভিত্তিতে নতুন ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। সেই তালিকাতেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে ভারত। টেস্টের ক্রমতালিকায় ভারত রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। নয় পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এক দিনের ক্রিকেটের ক্রমতালিকায় এক নম্বরে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। ভারতের স্থান এ ক্ষেত্রে চতুর্থ। টি-টোয়েন্টি ক্রমতালিকায় ২৭০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ইংল্যান্ড (২৬৫) এবং পাকিস্তান (২৬১)। টেস্ট ক্রিকেটে ১১৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। ১২৮ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অস্ট্রেলিয়া এবং ১১১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ড রয়েছে। পর পর সিরিজে হারের জেরে টেস্টে ইংল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট ৮৮। ১৯৯৫ সালের পর কখনও টেস্ট ক্রিকেট এত কম পয়েন্ট ছিল না ইংরেজদের। তারা রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। এক দিনের ক্রিকেটে শীর্ষে থাকা নিউজিল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট ১২৫। মাত্র এক পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইংল্যান্ড। তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া (১০৭), চতুর্থ স্থানে ভারত (১০৫) এবং পঞ্চম স্থানে পাকিস্তান (১০২)।

রাজ্য ভিত্তিক ক্লাইম্বিং বৃহস্পতিবার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। বাধারঘাট স্থিত দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মধ্যে রয়েছে কৃত্তিম ক্লাইম্বিং ওয়াল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হবে এই ওয়ালে রাজ্য ভিত্তিক ক্লাইম্বিং আসর। এর উদ্বোধনে থাকবেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা, রাজ্যের প্রথম স্পোর্টস ক্লাইম্বার শ্রীজীব বাহাদুর ছেত্রী, দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত, পাইমুঙ মগ, শুভেনজিৎ সিনহা প্রমুখ। আসরে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বুধবার বালক বিভাগে ১৬ জন এবং বালিকা বিভাগে ৮ জন রিপোর্ট করেছে। আরো বেশ কয়েকজন প্রতিযোগী আসছেন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আসরকে ঘিরে আয়োজকদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত।

TENDER

Tripura Forest Department (SDFO, Kumarghat) issued Notice Inviting Tender for supply of Misc. polybag seedlings under SCATFORM project during the year 2022-22 under Kumarghat Forest Sub-Division. vide No.F.3-48/Dev/Tender-Quotation/SDFO(KGT)/2021-22/1334-71 dated. 28.04.2022. For further details see the website:- **www.forest.tripura.gov.in** and Notice board of O/o the SDFO, Kumarghat may be referred.

Sd/-
(SDFO, Kumarghat)
(S. Mohanta)
Sub-Divisional Forest Officer

ICA-C-382/22-23

PNIeT No: 08/EE/CCD/PWD/2022-23, Dated. 30/04/2022

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central for the following work, Maintenance of Govt. Residential buildings during the year 2022-23 / SH:- Repair / **Maintenance of Type Qtr. [Type III : 43 Nos. & Type IV : 51 Nos., Total : 94 Nos.] at Kunjaban Township Qtr. complex, Agartala.** For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIeT No: 06/DNIT/EE/CCD/PWD/2022-23
Estimated Cost: 224,26,449.02 Earnest Money: 248,529.00 and Time for completion: 365 (three hundred sixty five) days
Last date & time for online Bidding: 21/05/2022 upto 3:00 PM

(MANIK DEBNATH)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban Extension, Agartala, Tripura(W)

ICA-C-376/22-23

Name of the work: Notice Inviting SNIQ for "certain ranges of Micropipettes used for research activities of MRU, AGMC & GBP Hospital, Agartala".
One Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) as mentioned above is hereby invited from resourceful, experienced and licensed manufacturer or their authorized local supplier, dealer/distributor. For details tender information and document may be seen at notice board of AGMC & AGMC college website (www.agmc.nic. in) .

Principal
AGMC & GBP Hospital
Agartala

ICA-C-388/22-23

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

দক্ষিণ জয়নগরস্থিত কেন্দ্রীয় কবরস্থান পরিদর্শন করেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরা তথা পূর্বোত্তরের উন্নয়নে আরও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে ব্যাঙ্কার্সদের আহ্বান উপমুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে আরও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার জন্য উপমুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা ব্যাঙ্কার্সদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আজ প্রজ্ঞাভবনে আর্থিক সাক্ষরতা ও জনসচেতনতার উপর এক সেমিনারের উদ্বোধন করে বলেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসার পর উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে সবার ধারণাই পাল্টে গেছে। আগে মানুষ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানেই সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা সম্পর্কে খবর নিতেন। এখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

পর্যটনের বিকাশে আরও বেশি করে লগ্নি করার ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কার্সদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে ত্রিপুরায় পর্যটনের এক বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে আরও ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটা সময় ছিল যখন উচ্চ বিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তরা শুধু ব্যাঙ্কে যেতেন। এখন সমাজের সব অংশের মানুষ ব্যাঙ্কে যাচ্ছেন। একেই বলে পরিবর্তন।

তাঁর কথায়, ব্যাঙ্ক হচ্ছে উন্নয়নের মানদন্ড। পাশাপাশি মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়েও ব্যাঙ্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এ বিষয়ে সমাজের সব অংশের মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। উপমুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, আর্থিক সাক্ষরতার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা ভীষণ জরুরি। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাতে হবে।

তিনি বলেন, সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রামগুলির এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। কর্মজীবনের পাশাপাশি অবসরকালীন জীবনের উপরও ভালো করে মনোনিবেশ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক প্রকল্প রয়েছে। এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে ভালোভাবে অবহিত হতে হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনকল্যাণে ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একেবারে গরিব অংশের মানুষকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে জনধন যোজনা যে ভূমিকা নিয়েছে তা আজ সর্বজনবিদিত। সমগ্র দেশে ৬০ শতাংশ জনধন যোজনার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে মহিলাদের। মহিলাদের ক্ষমতায়নের উপর যে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে তা এর থেকেই স্পষ্ট। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বসহায়ক দলগুলির এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সরকারের সময় স্বসহায়ক দলের সংখ্যা চার হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পঁয়ত্রিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে প্রচেষ্টা চলেছে তা এই পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট।

সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকিঞ্চন সরকার বলেন, আর্থিক সাক্ষরতা শব্দটি আমাদের কাছে নতুন হলেও উন্নত দেশগুলিতে এ বিষয়টি সম্পর্কে বিদ্যালয়স্তর থেকেই পড়ানো হয়। ভারতেও বিদ্যালয়স্তর থেকে বিষয়টি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, অর্থনীতি সম্পর্কে সবারই একটা সম্যক ধারণা থাকা উচিত। অর্থনীতি সম্পর্কে ভালো ধ্যান ধারণা না থাকলে ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিতে সমস্যা হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ডিজিএম বলেন, ব্যাঙ্কিং সেক্টরে জনধন অ্যাকাউন্ট একটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নত হতে চলেছে কেন্দ্রীয় কবর স্থান, আশ্বাস পুর নিগমের মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। আগামী তিন মাসের মধ্যেই বদলে দেওয়া হবে দক্ষিণ জয়নগরস্থিত কেন্দ্রীয় কবরস্থানের চেহারা। বুধবার দক্ষিণ জয়নগরস্থিত কেন্দ্রীয় কবরস্থান পরিদর্শনে গিয়ে একথা বলেন মেয়র দীপক মজুমদার।

এদিন পরিদর্শনকালে মেয়রের সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু জনগণের পাশে থাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। এদিন পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় এই কবরস্থানটি ঐতিহাসিক। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত রয়েছে এতে। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের এখানে গণকবর দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণে এই কেন্দ্রীয় কবরের একটি মাহাত্ম্য রয়েছে। তিনি এও বলেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে এ কেন্দ্রীয় কবরস্থানের যা যা পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে সেগুলি সম্পন্ন করা হবে। বিশুদ্ধ পানীয় জল, শৌচালয় এবং বাউন্ডারি দেওয়াল সহ কবরে আসা-যাওয়ার রাস্তাটিও মেরামত করে দেওয়া হবে।

এদিন দীপক মজুমদার আরো যোগ করেন, গত ২৫ বছর বাম সরকার ক্ষমতায় থেকে সংখ্যালঘু জনগণের পাশে থাকার কথা বললেও আদতে তারা সংখ্যালঘুদের জন্য কোনো কিছুই করেননি। ২০১৭ সালে এই কেন্দ্রীয় কবরস্থানে এসে একই কথা বলেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের পাশে থেকে কবরটি সংস্কারের কথা বললেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এমনই অভিযোগ করেন মেয়র। তবে বর্তমান সরকার আগামী তিন মাসের মধ্যেই সমস্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন করবেন কবরটির। এমনই আশ্বাস দিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

সাফাই কর্মীদের সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। বুধবার অনুষ্ঠিত হয়েছে সাফাই কর্মীদের সম্মাননা অনুষ্ঠান। এদিন পুর নিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে সাফাই কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মেয়র বলেন, ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উদযাপন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বচ্ছ ভারত অভিযান এর সূচনা করেন। তারপর থেকে দেশজুড়ে এই কর্মসূচী পালিত হয়ে আসছে। দেশকে রাখতে বর্তমানে প্রত্যেক এলাকায় নিয়োজিত আছেন সাফাই কর্মীরা। প্রতিনিয়ত তারা তাদের দায়িত্বে অবিচল। রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তারা দেশকে স্বচ্ছ রাখছেন, নির্মল রাখছেন। আমাদের সমাজের পরিবেশকে সুস্থ রাখতে তাদের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। তাই এদিন ১২ নং ওয়ার্ড এর উদ্যোগে সকল শাখায় কর্মীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বিজেপির বিলোনীয়া মন্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লাভার্থী সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ মে।। বিলোনিয়া মন্ডল এর উদ্যোগে বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় লাভার্থী সমাবেশ। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ ডক্টর মানিক সাহা, রাজ্যের শিক্ষা ও আইন মন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিজিপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিংকু রায়,বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক শংকর রায়, বিলোনিয়ার বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিলোনিয়া বনকর ঘাট থেকে সুবিশাল মিছিল করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিলোনিয়া টাউন হল মাঠে জমায়েত হয়।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকল বক্তা দীর্ঘ বছরের বাম জমানার চিত্র তুলে ধরে সিপিআইএম এর তীব্র সমালোচনা করেন। তুলে ধরেন বিজেপির শাসনে চার বছরের উন্নয়নের তথ্যভিত্তিক চিত্র। মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন বিজেপি একটি বিচিত্র ধরনের পার্টি যা তিনটি মন্ত্রের উপর কাজ করে। এই তিনটি মন্ত্র হলো রাষ্ট্রবাদ, সুশাসন উন্নয়ন এবং অন্তোদয়। অর্থাৎ সমাজে অন্তিম ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করা। আর এটা অন্য কোন দলে নেই শুধুমাত্র বিজেপি দলে রয়েছে। তিনি দীর্ঘ বাম জমানার তথ্য তুলে ধরে বলেন সেই সময় বাম সরকার ২৫ বছরে ঘর দিতে পেরেছে মাত্র ৬২ হাজার। আর বর্তমান বিজেপি সরকার ৪ বছরে আড়াই লক্ষেরও বেশি ঘর দিয়েছে গরিব মানুষকে।

এই প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন ব্লকের তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন দক্ষিণ জেলায় মোট পরিবার রয়েছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৭৭৩ টি। ২৫ বছরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাম সরকার জল পৌঁছে দিতে পেরেছে মাত্র ২২৮০ টি পরিবারে। আর বর্তমান বিজেপি সরকার চার বছরে ৫১৮৩৪ টি পরিবারের মধ্যে পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে এখনো পর্যন্ত এবং এর মধ্যে সব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবাস যোজনায় ঘর না পেয়ে পঞ্চায়েত অফিসে তালা দিলেন ক্ষুব্ধ জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর না পেয়ে পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনে নামে স্থানীয় জনগণ। ঘটনা মধুপুর থানাধীন মধুপুর পঞ্চায়েতে। জনগণের বক্তব্য ৬নং ওয়ার্ডে প্রায় তিন শতাধিক জনগণ রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা একটি ও ঘর পায়নি।

পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনগণ দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েত সচিবের কাছ থেকে বিষয়টি জানতে চাইলে পঞ্চায়েত সচিব জানান দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের জনগণের নামে কোন সরকারি আবাসন আসেনি। ফলে স্থানীয় জনগণের দাবি দক্ষিণ মধুপুর পঞ্চায়েতে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে কিন্তু ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা কেন ঘর পায়নি।

সে বিষয়টি জানতে চাইলে সচিব কিছু বলতে না পারলে পরবর্তী সময় ৬নং ওয়ার্ডের জনগণ বুধবার মধুপুর পঞ্চায়েতে দরজায় তালা ঝুলিয়ে আন্দোলনে নামে। অথচ অন্যান্য ওয়ার্ডে প্রচুর সংখ্যক ঘর পেয়েছে তাদের বক্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আশ্বাস না দেয়া হবে তালা খোলা হবে না। পরবর্তী সময়ে ৬ নং ওয়ার্ডের জনগণ ঘর দেওয়ার আশ্বাস পেয়ে অবরোধ মুক্ত করে।

হারিয়ে যাওয়া নাটকফিরিয়ে আনতে প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৪ মে।। ডিজিটাল যুগে হারিয়ে যাওয়া নাটক পুনরায় ফিরিয়ে আনতে প্রয়াস চালিয়েযাচ্ছে বিবর্তন সামাজিক সংস্থা। বর্তমানে ডিজিটাল যুগে হারিয়েযাচ্ছে নাটক। বিগতদিনের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বন করে হারিয়েযাওয়া নাকটকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালিয়েযাচ্ছে শান্তির বাজারের বিবর্তন সামাজিক সংস্থা।

এই সামাজিক সংস্থা বিগতদিনে শান্তির বাজারে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী করেছে। এরইমধ্যে শান্তির বাজারে প্রতিভাবান শিল্পীদের বাছাইকরে নাট্যকর্মশালা অনুষ্ঠীত করতেযাচ্ছে। বিবর্তন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে শান্তির বাজারের মুকুট অডিটরিয়ামে এই নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠীত করাহচ্ছে। এই সামাজিক সংস্থা নাট্যকর্মশালার মাধ্যমে শান্তির বাজার মহকুমার লোকজনদের এক বিশেষ উপহার দিতেচলছে। নাট্য কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী প্রতিভাবান শিল্পীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্যকরাগেলো। সকলে আশাবাদী আগামীদিনে এই সংস্থার উদ্যোগে শান্তির বাজার নাটকের উপর একটি থিয়েটার গঠনহবে।

মধুপুরে উদ্ধার হওয়া গরু মালিককে হস্তান্তর করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। মধুপুর থানা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার কুখ্যাত গরু চোর, মধুপুর থানা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় চুরি হয়ে যাওয়া গরু। সংবাদে প্রকাশ, ২৩ এপ্রিল কৈয়াডেপা বাসিন্দা হেমেন্দ্র দেবনাথের বাড়ি থেকে ভোর রাতে একটি গবাদিপশুর চুরি করে নিয়ে যায় চোর, পরবর্তী সময়ে গবাদিপশুর মালিক হেমেন্দ্র দেবনাথ খবর পেলেন কোনাবন রতন দাসের বাড়িতে উনার চুরি হয়ে যাওয়া গবাদিপশুটি রয়েছে সাথে সাথে ছুটে যান হেমন্ত দেবনাথ রতন দাসের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন কৈয়াডেপা এলাকার কুখ্যাত গরুচোর বিষ্ণু দাস গবাদিপশুটি চুরি করে নিয়ে রতন দাসের কাছে বিক্রি করে দেন। পরবর্তী সময়ে গবাদিপশুর মালিক হেমন্ত দেবনাথ গরুচোর বিষ্ণু দাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মধুপুর থানার পুলিশ রবিবার গভীর রাতে কৈয়াডেপা এলাকা থেকে কুখ্যাত গরুচোর বিষ্ণ দাস কে গ্রেপ্তার করেন। সোমবার দুপুর ১ টায় চুরি হয়ে যাওয়া গবাদিপশুটি প্রকৃত মালিক হেমেন্দ্র দেবনাথের হাতে তুলে দেয় মধুপুর থানার পুলিশ। কুখ্যাত গরুচোর বিষ্ণুদাস দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গরু চুরি করে বাংলাদেশে পাচার করে দিচ্ছে। তার মধ্যে দীর্ঘ দুইবার গরু চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার পর গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখান থেকে ছুটে আবার বাড়িতে গিয়ে গরু চুরি আবার শুরু করে দেয়। তবে সেই দুই যাত্রা বেঁচে গেল এইবার হাতেনাতে ধরে গরুর মালিক কুখ্যাত চোর বিষ্ণুদাস এর বিরুদ্ধে মধুপুর থানা মামলা করে। তবে এলাকাবাসীর অভিমত সেজাল থেকে রেহাই পেয়ে আবার দ্বিতীয়বার চুরি শুরু করে দেয়। এখন দেখার বিষয় মধুপুর থানা কি ব্যবস্থা নেয়।

ধর্মনগর মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি নানা সমস্যায় ধুকছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ মে।। ধর্মনগর মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার অস্থায়ীভাবে রয়েছে। ধর্মনগর শিশু বিজ্ঞান উদ্যান এর কাজ যখন চলছিল তখন সাময়িকভাবে এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি মহকুমা শাসকের অফিস চত্বরে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তিন বছরের উপরে হয়ে গেল এখনো একই জায়গায় খুবই অসুবিধার মধ্যে এই সেন্টারটি চলছে। এখানে অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার এর দায়িত্বে রয়েছেন শিউলি রানী দে এবং সহকারির দায়িত্বে রয়েছেন সবিতা গোপ।

মোট ৪৩ টি শিশু রয়েছে এই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে। প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ১২জন বালক-বালিকা পড়াশোনার জন্য সেন্টারে আসে। কিন্তু দালালদের জন্য এই সেন্টারে পড়াশোনা দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটির বারান্দায় টেবিল নিয়ে বসে বিজন ঘোষ নামে এক দালাল। সে আলগাপুর বাগনটিলা এসপিও ক্যাম্পে একসময় কর্মরত ছিল। কিন্তু ভারতীয় খাদ্য গুদাম থেকে চুরি হওয়া চাল তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়ার পর তাকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। তারপরই সে দালালী শুরু করে এবং অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের বারান্দা জুড়ে বসে।সকাল আটটা বাজলে এই সেন্টারের বারান্দায় সব দালালদের জমায়েত শুরু হয়। চলে অকথ্য গালিগালাজ। পড়াশোনা তো দূরের কথা দুজন দিদিমণি কানে তুলা লাগিয়ে ও থাকতে পারে না। তাদেরকে কিছু বললে সেন্টার থেকে বের করে দেবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। ভাঙ্গা ঘরে বাচ্চাদেরকে খাইয়ে ছুটি দিয়ে ঘর বন্ধ করে পালিয়ে লজ্জার হাত থেকে বাঁচে দিদিমণিরা। পড়াশোনার বিন্দুমাত্র পরিবেশ নেই। রাজ্য তথা দেশের সরকার বাচ্চাদেরকে ভবিষ্যতের নাগরিক বানানোর জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালালেও দালাল রাজের জন্য পড়াশোনার এই হল হতে চলেছে। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে বাচ্চাদের জন্য খাবার জল টুকু পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই, এরা বোতলে করে বাড়ি থেকে জল নিয়ে আসে পান করার জন্য ঘরের দরজা গুলো এবং জানালা গুলোর বেহাল অবস্থা ,ভেঙ্গে এপার অপার দেখা যায়। চেয়ার টেবিল ক্লাসে পড়ানোর পরিবর্তে দালালদের কাছে থাকে। এইভাবে মহাকুমা অফিস চত্বরে চলছে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার। যেখানে দালালদের দুর্নীতি তুঙ্গে পড়াশোনা বাচ্চাদের জাহান্নামে। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছে দালাল বিজন ঘোষ চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর এত ক্ষমতা পায় কোথা থেকে? তাহলে কি সরকার দালালদের কাছে নতজানু?

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।